CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 11 February, 2021 ■ আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নয়া কৃষি আইন 'ঐচ্ছিক'

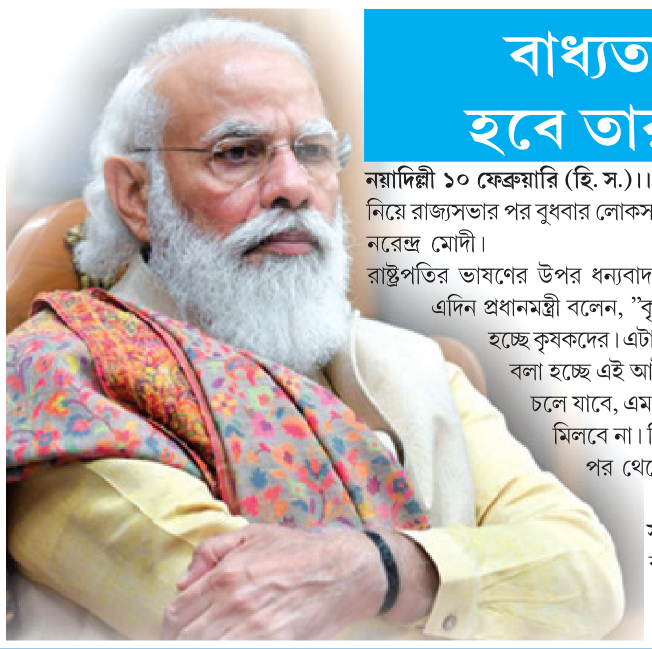

বাধ্যতামূলক ভাবে এই আইন মানতে হবে তার কথা কেন্দ্র বলেনি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। দিল্লি সীমান্তে কৃষক আন্দোলন নিয়ে রাজ্যসভার পর বুধবার লোকসভাতেও মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবে বলতে গিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষি আইন নিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে কৃষকদের। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। কৃষকদের বলা হচ্ছে এই আইনগুলি চালু হলে তাঁদের জমি চলে যাবে, এমএসপি (সর্বোচ্চ দরের সুযোগ) মিলবে না। কিন্তু কৃষি আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে এই কিছুই ঘটেনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কারমূলক এই আইনগুলি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, কৃষি পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও কৃষিজ পণ্যের নয়া বাজার ধরতে সহায়ক হবে। কিন্তু এরপরেই কেউ চাইলে এই নিয়ম মানতে না পারেন, বাধ্যতা মূলক ভাবে এই আইন মানতে হবে তার কথা কেন্দ্র বলেনি।

আন্দোলনরত কৃষকদের এদিন ফের আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সরকার ও সংসদ সবসময় কৃষকদের সম্মান করে আগামী, দিনেও করবে। সরকারের উদ্দেশ্য কৃষকদের উন্নতি। নতুন কোনও কিছুর সূচনা হলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি, চিন্তা থাকে। কিন্তু কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে সরকার এই পদক্ষেপ করেনি। ভবিষ্যতে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তা শুধরে নেওয়া হবে। আপনারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসুন"।

এদিন ফের একশ্রেণির আন্দোলনকারীকে "আন্দোলনজীবী" বলে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, "কেউ কেউ বলছেন সরকার কেন এইসব করছে, কেউ তো বলেনি? কেউ বলবে তারপর করবে এরকম ধারণা ঠিক না। এখানে দাসত্ব চলছে না।" এদিন দেশের উন্নয়নে বেসরকারি শিল্প ক্ষেত্রের গুরুত্বের কথাও বলেন নরেন্দ্র মোদী।

১লা মার্চ ফের হাইকোর্টে শুনানী হবে ১০৩২৩ জেএমসির পিটিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক উপায়ে গণঅবস্থান আন্দোলন করার উপর রিট পিটিশনের শুনানি আগামী ১ মার্চ হাইকোর্টে হবে।

বুধবার রিট পিটিশনের ওপর শুনানি কালে হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র সরকাব. পক্ষকে আগামী ১ লা মার্চের মধ্যে এ বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চাকরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে এই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করা হয়। রিট পিটিশনের ওপর বুধবার শুনানি হয়। হাইকোর্টের বিচারপতির শুভাশিস তলা পাত্রের কোর্টে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য ধন্যবাদ র‍্যালী করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সম্প্রতি লোকসভায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই বাজেটকে সমর্থন করে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজধানীতে র‍্যালি সংগঠিত করলো বিজেপি ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডল কমিটি। রাজধানীর নেতাজী চৌমুহনীস্থিত স্কুলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাড়প্রাপ্ত টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের কোর্স করানোর চেষ্টা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। ছাড়প্রাপ্ত টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রফেশনাল কোর্স করানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। সেজন্য তাদের নিযুক্তি দেওয়া হবে রাজ্যের বিভিন্ন ডায়েট কলেজের কাছাকাছি স্কুলগুলিতে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাছাকাছি স্কুলগুলিতে নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে ওই শিক্ষকরা একাধারে স্কুলে পঠন পাঠন দিতে পারে সাথে নিজেও যাতে ডায়েট কলেজ থেকে পাঠ নিতে পারেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে টিআরবিটিকে বলা হয়েছে, টেট পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। টিআরবিটি এই পরীক্ষার জন্য আবেদন গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে। আবেদন করার সময়সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটির জন্য পরীক্ষা নেবে টিআরবিটি। তার তারিখ যথাক্রমে ৪ এপ্রিল ও ১১ এপ্রিল।

নিশ্চিন্তপুর-আখাউড়া রেল সংযোগ মার্চেই

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মার্চের মধ্যেই ত্রিপুরার নিশ্চিন্তপুর ও বাংলাদেশের আখাউড়ার মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। তাতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। বুধবার এ-কথা জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন ত্রিপুরার পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিত সিংহরায়।

এদিন তিনি বলেন, এক সময় ত্রিপুরায় যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একটি মাত্র জাতীয় সড়ক ও আকাশপথ। আজ যোগাযোগের মাধ্যমের বিস্তৃতি ঘটেছেউ সড়ক ও আকাশপথের পাশাপাশি নদীপথেও যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের সাথে নদীপথে পরীক্ষামূলক পণ্য আমদানি সফলভাবে সম্ভব হয়েছে। স্থায়ী আমদানি-রফতানি শুরু করার প্রক্রিয়া চলছে।

পর্যটনমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলাদেশের সাথে ভারত তথা ত্রিপুরার অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সাথে নদী, সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এ-রাজ্যের প্রভূত উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তার কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথেষ্ঠ আন্তরিকতার সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছেন। এ-ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও আপ্রাণ প্রয়াস জারি রেখেছেনউ তাতে যথেষ্ট সাফল্যও মিলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখতে কেন্দ্রীয় আইনের সংশোধনী লাগুর জন্য অনুমোদন রাজ্য মন্ত্রিসভার

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় আইন মেনে ত্রিপুরায়ও ২০১৩ সালের সংশোধনী লাগু করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। শুধু তা-ই নয়, ট্রাইবুনাল গঠনেও মন্ত্রিসভা সম্মতি দিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, ওয়াকফ জমি পুনুরুদ্ধারে জেলাশাসকদের নতুন সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। কারণ, গত ৩০ বছরে ১৪০০ কানি জমি খাস হয়ে গেছে, বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন তিনি।

আইনমন্ত্রী এদিন কটাক্ষের সুরে বলেন, অতীতে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য মায়াকান্না করতেন। কিন্তু ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইনে সংশোধনী এনেছিল। ওই সংশোধনী মোতাবেক রাজ্যগুলিকে অভিন্ন রুল গঠনে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্বতন সরকার তাতে আমল দেয়নি। তিনি বলেন, আজ মন্ত্রিসভা ওই সংশোধনী গ্রহণ করেছে এবং ত্রিপুরা ওয়াকফ রুল ২০২০-এর অনুমোদন দিয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, সংশোধনী মোতাবেক ট্রাইবুনাল গঠন বাধ্যতামূলক। কারণ, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে কোনও সমস্যা হলে দ্রুত নিস্পত্তির প্রশ্নে ট্রাইবুনাল থাকা খুবই জরুরি। আজ মন্ত্রিসভা ট্রাইবুনাল গঠনে অনুমোদন দিয়েছে। এদিন তিনি এক তথ্য তুলে ধরে বলেন, ত্রিপুরায় ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে ২,৬৪৩টি। যার মোট পরিমাণ হবে প্রায় ৩,০০০ কানি। কিন্তু গত ৩০ বছরে ৭৭১টি ওয়াকফ সম্পত্তি যার পরিমাণ ১,৪০০ কানি জমি খাস হয়ে গেছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আগরতলায় গেদু মিঞা মসজিদ, এডিনগরে কবর স্থান সহ আরও অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি খাস হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, কিছু জমিতে তৎকালীন বাম নেতা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, অতীতে বহুবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিউ কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি। এখন জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরায় সমীক্ষা করে দেখতে হবে।

নিগমের জোনাল অফিসে ডেপুটেশন নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে ৭ দফা দাবিতে আগরতলা পৌর নিগমের জোনাল অফিসে বুধবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আগরতলা পৌরনিগম এলাকার নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সদর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে পুরো নিগমের সবকটি জোনাল অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুধবার আগরতলা পূর্ব জোনাল অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান জট নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবার রাস্তায় এসডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানীর বটতলা থেকে বড়দোয়ালি বি.ও.সি পর্যন্ত যান চলাচল যেন স্বাভাবিক থাকে এবং যান জট যেন সৃষ্টি না হয় তার জন্য এই রাস্তাকে জেলা প্রশাসন থেকে নো স্টপেজ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই মোতাবেক এইদিন যান চলাকদের সচেতন করতে বটতলা থেকে বড়দোয়ালি বি.ও.সি পর্যন্ত অভিযান চালায় সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে পরিবহন দপ্তর এবং ট্রাফিক দপ্তরের কর্মীরা। এইদিন যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমেছে বাড়িতে সন্তান প্রসবের সংখ্যা ফলে হ্রাস শিশুমৃত্যু

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় লাফিয়ে বেড়েছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা। ফলে এক ধাক্কায় বহুগুণ কমেছে বাড়িতে সন্তান প্রসবের সংখ্যাও। তাতে রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ বর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির সংখ্যা ছিল ৪৭,৮২৭। ২০১৮-১৯ বর্ষে ছিল ৪৭,০০৭। কিন্তু ২০১৯-২০ বর্ষে তা বেড়ে হয়েছ ৪৮,৯০৪। তেমনি ২০২০-২১ বর্ষে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যে আরও বেড়ে ২৬,৫৩৭টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ বর্ষে বাড়িতে প্রসব বা হোম ডেলিভারির সংখ্যা ছিল ৩,৭৪১, ২০১৮-১৯ বর্ষে ৩,৩৩৬, ২০১৯-২০ বর্ষে ৩,২৫০ এবং ২০২০-২১ বর্ষে ২,১৮২।

ফলে শিশুমৃত্যুর হারও ব্যাপক হ্রাস হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, ২০১৭-১৮ বর্ষে শিশুমৃত্যু হয়েছিল ৯৯৯টি, ২০১৮-১৯ বর্ষে ৮৫৯টি এবং ২০২০-২১ বর্ষে ৫৩৬টি। নিচুস্তরে স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য শিবির হয়েছিল ১২,৪৯৩টি। ২০১৮ সালে ১৩,৩৬১টি, ২০১৯ সালে ১৪,০৭৩টি এবং ২০২০ সালে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দু'জন ক্যান্সার সার্জন নিযুক্ত হলেন আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে

ডাঃ পৃথেশ রাজীব সিং

ডাঃ আশিষ কুমার গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতলে দুজন সার্জন নিযুক্ত হলেন। মুম্বাই থেকে এসেছেন ডাঃ পৃথেশ রাজীব সিং এবং দিল্লী থেকে এসেছেন ডাঃ আশিষ কুমার গুপ্তা। ইতিমধ্যেই এই হাসপাতালে ছয়টি অপারেশন করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেয়ারি শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষের রোজগার বাড়াতে দপ্তরকে গ্রামস্তরে গিয়ে কাজ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পশুপালন, ডেয়ারী, মৎস্যচাষের মতো প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। এক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে গ্রামস্তরে গিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যে পোলট্রি, ডেয়ারী প্রভ'তি ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনে বেসরকারী উদ্যোগীদের উৎসাহ প্রদানে দপ্তরের আধিকারিকদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। আজ সচিবলায়ের ২নং সভাকক্ষে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দপ্তরের কাজকর্মে সরকারের লক্ষ্য ও দিশার কথা ব্যক্ত করেন।

সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে এন্টারপ্রেনারশিপ উন্নয়ন হচ্ছে। প্রাণীপালন ও ডেয়ারি শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষের রোজগারের সুযোগ বাড়াতে দপ্তরকে গ্রামস্তরে গিয়ে কাজ করতে হবে। ছোট ছোট উদ্যোগীদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরোও বলেন, বেসরকারীভাবে পশুপালন, ডেয়ারি, মৎস্যচাষ ইত্যাদি প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্য অর্জন করেছে এমন উদ্যোগীদের ব্লকস্তরে ও জেলাস্তরে গিয়ে খঁজে বের করে দপ্তরকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ কে শশীকুমার সর্বশেষ সভায় গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন।তিনি বলেন, রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করছে।২০২০-২১ অর্থবর্ষে সে' সার্টেড সিমেন প্রযুক্তির মাধ্যমে ী বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই, খোয়াই, গোমতী, সিপাহীজলা এই ৫টি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১০ হাজার ৩৮৭টি ক'ত্রিম প্রজনন করা হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায়ও সে' সর্টেড সিমেন প্রযুক্তি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ডেয়ারী শিল্পের উন্নয়নে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৫৭২ জন সুবিধাভোগীকে ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য মঢ্জুরী দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের হালাহালি এবং খয়েরপুরে ২০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি বাল্ক মিল্ক কুলার স্থাপন করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা আরোও জানান, গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন লিমিটেডের অধীনে বর্তমানে রাজ্যে ১১৭টি ডেয়ারী কো-অপারেটিভ চালু রয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে গোমতী কো-অপারেটিভ রাজ্যে ১৩টি মিল্ক পার্লার স্থাপন করেছে।

তিনি আরোও জানান, মাংস উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যে ২৬০টি বড়, ৩৪২টি মাঝারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজো তাণ্ডবে উত্তাল হাইলাকান্দির সীমান্তবর্তী গ্রাম বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, গৃহহীন শতাধিক, গোলাবর্ষণ

হাইলাকান্দি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। গুলি, বোমা, অগ্নিসংযোগ আর মারামারির ঘটনায় উত্তাল দক্ষিণ হাইলাকান্দির অসম-মিজোরাম সীমান্ত। মঙ্গলবার মিজো দুষ্কৃতীরা অর্ধশতাধিক বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অসমের নাগরিককে পিটিয়ে আহত করেছে। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর প্রতিবাদে উত্তাল অসমের মিজোরাম সীমান্তবর্তী দক্ষিণ হাইলাকান্দির ঘাড়মুড়া, ঝালনাছড়া, গল্লাছড়া, মুল্লিয়ালা সহ সীমান্তবর্তী অন্যান্য গ্রাম।

মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত মিজো দুষ্কৃতী এবং মিজোরাম পুলিশ সীমান্তবর্তী অসম ভূখণ্ডে অবস্থিত গ্রামগুলিতে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ। মিজো তাণ্ডবের পর আজ বুধবার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে অসমের বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন। আজ সকাল থেকে দক্ষিণ হাইলাকান্দির ঘাড়মুড়া বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় সড়কের উপর আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা বন্ধ করে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলেছেন বিক্ষুব্ধরা। অন্যদিকে ঝালনাছড়া এলাকায় শতশত পুরুষ মহিলা রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এদিকে মিজো পুলিশকে আজও ঝালনাছড়া পর্যন্ত চলে আসে। তাদের মোকাবিলায় অসম পুলিশ এগিয়ে গেলেও পিছু হটতে হয়েছে।

বুধবার ঝালনাছড়া মুল্লিটিলা ইত্যাদি গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে হৃদয়বিদারক দৃশ্য। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ায় শতশত মানুষ নিঃস্ব হয়ে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করছেন। মঙ্গলবার রাতে মিজো পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মিজো দুষ্কৃতীরা সীমান্তবর্তী গ্রামের পঞ্চাশের বেশি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দিয়েছে। সেই সব গৃহহারা মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ঝালনাছড়ায় যে রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে মিজো দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে সেখানে বসে হায় হায় করছেন।

সইফুল নেসা, রহিম উদ্দিন, সিরাজ আলিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তাঁদের দুঃখের সাতকাহন। তাঁদের স্বপ্নের ঘরের পাশাপাশি গোয়ালের গরু, ছাগল মোরগ সহ ভাড়ারের ধান আসবাবপত্র সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিপন্ন মানুষ গৃহহীন হয়ে শিশু মহিলাদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচে চলে আসায় শীতের সময় তাঁদের থাকা খাওয়া নিয়ে গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক মেঘানিধি দাহাল, পুলিশ সুপার পবিন্দ্র কুমার নাথ, ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিদীপ রায় এবং কাটলিছড়ার সার্কল অফিসার সোমা রায় ঝালনাছড়ায় উপস্থিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ত্রাণ-সাহায্য সাহায্য দেওয়া সহ নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করেছেন।

এক সময় ক্ষুব্ধ মানুষের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট ত্রিদীপ রায় এবং সার্কল অফিসার সোমা রায়কে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চাভিলাষী ব্লকের উন্নয়নে একাধিক সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় উচ্চাভিলাষী ব্লকগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ কার্যকর করার বিষয়ে বুধবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাজ্যের মোট ১২টি ব্লককে উচ্চাভিলাষী ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আগেই। সেগুলি হল ছাওমনু, ডম্বুরনগর, রইশ্যাবাড়ি, দামছড়া, দসদা, করবুক, শিলাছড়ি, মুঙ্গিয়াকামি, রদপাইছড়ি, তুলাশিখর, অম্পি এবং গঙ্গানগর।

কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে উচ্চাভিলাষী জেলার উন্নয়নে পৃথক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে সেই মডেল অনুসরণ করেই ত্রিপুরায় উচ্চাভিলাষী ব্লক চিহ্নিতকরণের কাজ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে উচ্ছেদ মহারাজগঞ্জ বাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার পুকুর সংলগ্ন স্থানে গড়ে ওঠা দোকানপাট ঘড়ি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করেছিল আগরতলা পৌরনিগম। নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য দোকানগুলি অন্যত্র সরে গেলেও তেরোটি দোকান এখন পুকুরপাড়ে অবস্থান করছে। পৌরনিগমের পক্ষ থেকে বুধবার পুনরায় এসব দোকানির চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে বলা হয়েছে বুধবারের মধ্যে তাদেরকে নির্ধারিত স্থানে সরে যেতে হবে।অন্যতায় বৃহস্পতিবার পৌর নিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী এ সব দোকানপাট ভেঙ্গে দেবে। উল্লেখ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১২৩ ◻ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◻ ২৮ মাঘ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিপদের হাতছানি

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি যত উন্নত হইতেছে সমাজে তাহার অপব্যবহারও দিনদিন বাড়িয়া যাইতেছে। তথ্য প্রযুক্তির সুফলকে কাজে লাগাইয়া নানা অপকর্ম সংগঠিত করা হইতেছে। এই ধরনের প্রবণতা বিপজ্জনক। এই প্রবণতা বন্ধ করিবার জন্য কঠোর আইনি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।অন্যথায় তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করিয়া সমাজ ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের পথে ঠেলিয়া দিবে।আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বকে মুহূর্তেই হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা সহজতর হইয়াছে।কিন্তু এই ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো আইন প্রণয়ন হয় নাই। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন সংস্থা মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করিতেছে।তথ্যের গোপনীয়তা লইয়া অধুনা অনেকেই ভয়ানক উদ্বিগ্ন যথার্থ কারণেই উদ্বিগ্ন, কারণ হোয়াটসঅ্যাপ-এর সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তনের ফলে গ্রাহকদের তথ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিতান্ত হাস্যকৌতুকে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, উদ্বিগ্ন হইবার পূর্বে, বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, তাঁহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের ন্যায় সংস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমন মূল্যবান একটি পরিষেবা কেন দিয়া চলিয়াছে? কেন সম্পূর্ণ নিখরচায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব, ভিডিয়ো কলে যত ক্ষণ খুশি কথা বলিয়া যাওয়া যায়? কেন ফেসবুক বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ সার্ভার ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, যাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বিশ্বজন দেখিতে, এবং 'লাইক' করিতে পারে? সংস্থাগুলি নিছক পরহিতার্থে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিয়া চলিয়াছে, এমনটা ভাবিলে ধনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, কিন্তু ধারণাটি বাস্তবসম্মত হইবে না। এই পরিষেবাগুলি বিনামূল্যে মিলিতেছে, কারণ ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের দৃষ্টিতে ওইগুলি পণ্য নহে। পণ্য হইল সেই বিনা পয়সার ভোজের লোভে ছুটিয়া আসা মানুষেরা। পণ্য হইল তাহাদের ব্যক্তিগত, অতি গোপনীয় তথ্য।

এই কথাটি পাঁচ বৎসর পূর্বে হয়তো বা 'নূতন' ছিল; এখন নিতান্ত সাধারণ জ্ঞান।হোয়াটসঅ্যাপ জানাইয়াছে যে, তাহারা সাধারণ গ্রাহকের তথ্য জমা করে না কিন্তু, সেই কথায় কেহ বিশ্বাস করিবেন কি না, তাহা ব্যক্তির বিবেচনার প্রশ্ন। তাহাতে মূল ছবিটি পাল্টায় না। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল সংযোগের মোহে মানুষ যত বেশি তথ্য আন্তর্জালে জমা করিতেছে, তত বেশি নিজেকে পণ্যে পরিণত করিতেছে, নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করিতেছে। কথাটি জানিয়াও মানুষ এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করিয়া চলে কেন? এমন কোনও পরিষেবা চাহে না কেন, যেখানে ন্যায্য মূল্য গনিয়া দিতে হইবে, কিন্তু তথ্য হাতছাড়া হইবার ফাঁকফোকরগুলি থাকিবে না? তাহার কারণটি মানুষের অবচেতনে রহিয়াছে। বিনামূল্যে যাহা মিলে, তাহার প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। তাহাতে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, সামান্য লোভের ফলে কত বড় ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, সেই হুঁশ থাকে না। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটিতেছে। ফেসবুক-আদি সংস্থাগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাহাদের নিকট লাভের বাড়া মন্ত্র নাই। তাহাদের নৈতিকতার পাঠ পড়ানো অবশ্যই জরুরি, কিন্তু বিনা পয়সায় পরিষেবার লোভে নিজেদের পণ্য করিবার কু-অভ্যাসটি মানুষ ত্যাগ না করিতে পারিলে সেই লাগাম পরানোর কাজটি কঠিন, অতি কঠিন।

তবে, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কবে জন্মাইবে, সরকার সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না।কেন্দ্রীয় সরকার নাকি হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে ডাকিয়া জবাবদিহি দাবি করিবে। সরকারের নিকট একটি ভিন্নতর প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন। দেশে এত আইন পাশ হয় কখনও অধ্যাদেশ জারি করিয়া, কখনও সংসদের অধিবেশনকে পাশ কাটাইয়া কিন্তু, তথ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনটি পাশ হয় না কেন? এই বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধানতম আয়ুধ হইতে পারিত কঠোর তথ্য-নিরাপত্তা আইন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রাহকদের যে তথ্য দাবি করিতেছে, ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে সেই ক্ষেত্রে ভারতের ফারাক রহিয়াছে। ভারতে তাহারা অনেক বেশি তথ্যের মালিকানার দাবি করিতেছে। একটি কঠোর তথ্য নিরাপত্তা আইন দেশবাসীকে এই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে পারিত। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, সাধারণ মানুষের তথ্য হাতাইয়া লইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহই এই গড়িমসির কারণ। তাহাতে মানুষের ক্ষতি হইলে তাহা নেহাতই 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'। তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা জরুরি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে সমাজব্যবস্থার সামনে ভয়ঙ্কর বিপদের হাতছানি দেখা দিতে পারে।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু , খুশীর আমেজ এলাকায়

বাঁকুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাস্তা ঘাট নিয়ে গ্রামের মানুষদের ক্ষোভ দীর্ঘ দিনের , সেই ক্ষোভ সামাল দিতে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্ভাবন করেছে রাজ্য সরকার। যার অন্যতম প্রকল্প পাড়ায় সমাধান।এই প্রকল্পে বাঁকুড়া সদর থানার অন্তগত কেঞ্জকূড়া পঞ্চায়েতের কেন্দাবনা হইতে মোলবনা পয্যন্ত কাঁচা রাস্তা কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজ বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হওয়ায় এলিকায় অধিবাসীদের মধ্য খুশীর হাওয়া।

এদিন এক অনুানের মাধ্যমে কাজ শূরু হয়।সূচনা কালে বিধায়ক শম্পা দরিপা,বিডিও সহ বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই রাস্তা নির্মাণে। আড়ই হাজারের অধীক গ্রামবাসী এই নতুন রাস্তা নির্মাণে উপকৃত হবেন বলে পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্য জুড়ে সামান্য চড়ল পারদ, শীতের আমেজ প্রায় উধাও

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোরবেলায় শীত শীত অনুভূতি, আর বেলা বাড়তেই শহর জুড়ে উধাও শীতের আবহ। গত কয়েকদিন ধরে শহর জুড়ে এই পরিস্থিতি। এরই মাঝে বুধবার রাজ্য জুড়ে সামান্য চড়ল পারদ। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনে মরসুমের মতো বিদায় নিতে চলেছে শীত। রাতে শীত থাকবে জেলায়। পূবালী হাওয়ার দাপট বাড়বে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহান্তে মেঘলা আকাশ হলেও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কলকাতায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৬ ডিগ্রি। যা এই সময়ে স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম।

ভারতে ২০.৩৩-কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১.৩০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২০.৩৩-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৩৬,৯০৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,৩৩,২৪,৬৫৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে করোনা-পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে সুস্থতা, কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,০৮৭ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২৭ শতাংশ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৫,২৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৫,৬১,৬০৮ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪১,৫১১ জন করোনা-রোগী (১.৩০ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ—ফিরে দেখা

কৌশিক রায়

আমাদের হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল করার জন্য কয়েকটি কপাটিকা বা ভাল্‌ভ-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই কপাটিকা যদি কমজোর হয় তাহলে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হওয়াটা অসম্ভব নয়। এই ধরনের জটিল হৃদযন্ত্রের শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকেই। সেই জন্য কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ, তৈরি করার জন্য প্রাচীন যুগর থেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসক। রোম-শাসিত প্রিসের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক-ক্লাউদিউস গালেনুস বা গ্যালেন, এই কৃত্রিম হৃৎকপাটিকা তৈরিতে সর্বপ্রথম উদ্যাগী হয়েছিলেন। গ্যালেন-এর সেই গবেষণা নিয়ে অনেক প্রশংসা হয়েছে নিন্দা-বিতর্কও হয়েছে অনেক। কবে, পরবর্তী ইউরোপ ও বিশ্বের চিকিৎসা বিপ্লবে প্যাহলিকা, শরীরবিদ্যা ও ফিজিওলজি, অ্যানাটমি এবং ফার্মাকোলজিতে একটা বড় প্রভাব রেখে গিয়েছিলেন চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপ্পোরেজুস-এর অন্যতম অনুগামী গ্যালেন।

মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করাটা সেই সময়ে এক মারাত্মক অপরাধ ছিল। তাই বানর, শুকর, ভেড়া ও গাধার হৃদপিণ্ডের ব্যবচ্ছেদ করেই মানবদেহের কলিজার গঠনশৈলীটি বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছিল গালেনকে। ১৫৪৩ সাল পর্যন্ত গ্যালেন-এর হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত গঠনরীতিকেই অনুসরণ করতেন চিকিৎসকরা। অবশ্য, রেনেসাঁ ইতালির প্রবাদপ্রতিম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও বিভিন্ন শ্রেণির শবব্যবচ্ছেদ করে মানুষের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছু স্কেচ করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে মানব হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের ছবি ঐকেছিলেন আন্দ্রিয়াস ভেস্যালিয়াস তার প্রামাণ্য, লাতিন ভাষাতে লেখা অ্যানাটমি গ্রন্থ (মানবশরীরের গঠনশৈলী) তে। তবে হৃৎপিণ্ডে পালমোনারি ধমনীর সাহায্যে ফুসফুসে রক্ত সংবহনের যে পদ্ধতিটি গ্যালেন ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করেন আরবি ইউনানি বা হেকিমি চিকিৎসা পদ্ধতির পথিকৃৎ ইবনে আল নাফিশ সিন্না (আভিসেন্না) তাঁর শারহ তাসরিহ আল কান্নুন গ্রন্থটিতে।

যুগে যুগে মানবদেহে ব্যবচ্ছেদ-এর আইন চালু হওয়ার আগে পশুদেরকেই অসহায় অবস্থায় নির্মমভাবে জীবিত দেহে কাটাছেঁড়া হত। কুকুরের কোরোনারি ধমনীর সাথে মানুষের কোরোনারি ধমনীর সাদৃশ্য খুঁজতেন সাবেকি শল্য চিকিৎসকরা। তবে কুকুরের বাম দিকের কোরোনারি আর্টারি সবল। মানুষের ক্ষেত্রে ডান দিকের কোরোনারি আর্টারি সবল। কুকুরের দেহে রক্ত তঞ্চন এবং ক্ষুদ্রান্তের গঠন হৃদপিণ্ডের গঠন মানুষের প্রত্যঙ্গের থেকে অনেক আলাদা। তবুও শল্যচিকিৎসকরা অনেকবারই মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের ধারণা করার জন্য কুকুরের হৃদপিণ্ডের

ধারণা করার জন্য কুকুরের হৃদ্‌যন্ত্রেই ব্যবচ্ছেদ করে গেছেন। সেজন্যই মানব হৃৎপিণ্ডের গঠন জানাত এবং মানব হৃদযন্ত্রে কৃত্রিম কপটিকা বসানো যায় কি না, তার উদ্দেশ্যে পশুদের ওপর ব্যবচ্ছেদ বন্ধ করে, অন্যভাবে পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন শল্য চিকিৎসকরা।

এর জন্য ১৫৪০ সালে অ্যালকোহল আর সালফিউরিক অ্যাসতি মিশিয়ে স্যুইট অয়েল অব ভিট্রিয়ল বা অজ্ঞান করার ওষুধ (ইথার বা অ্যানেস্থিসিয়া) তৈরি করলেন ভালেরিউস কোর্দুস ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ডা. ক্রফোর্ড লংও লক্ষ্য করেছিলেন প্রচণ্ড চোট আঘাত পাওয়া অনেক মানুষকে যদি ইধার শোঁকানো যায়, তাহলে তাদের শরীরে ব্যথা বেদনার বোধ থাকে না। কৃত্রিম হৃদকপাটিকা তৈরির উপায় খুঁজতে গিয়ে ১৭৯৮ সালে শল্য চিকিৎসক ডা. জেমস্ ক্যুরি দেখতে চাইলেন, অত্যন্ত শীতল পরিবেশে (হাইপোথারমিয়া) কীভাবে, অস্ত্রোপচারের সময় মানব হৃদযন্ত্র কাজ করে। তিনি শীতল পরিবেশে (মোটামুটি ৫ ডিগ্রি থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াল উষ্ণতায়) বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে রেখে দেখলেন--- তাদের হৃদস্পন্দনের হার কমে গেছে। তাই অস্ত্রেপচারের আগে রোগীর হৃদস্পন্দনের হার কমাতে হাইপোথারমিয়ার সাহায্য নিতেন ডা. জেমস ক্যুরি । হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় ফুসফুসকেও যে সবল রাখতে হবে, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ১৮৯১ সালে মার্কিন শল্য চিকিৎসক জর্জ ফেল। তাই অস্ত্রোপচারের আগে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলিতে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করানোর পদ্ধতি বের করেছিলেন তিনি। এই সূত্র ধরেই হার্ট লাং মেশিন তৈরি করে বিড়াল ও মানুষ— উভয়ের উপরই প্রয়োগ করলেন ডা. জ্যাক গিবন।

তবে, মানব রোগীদের মৃত্যু হল এই হৃৎপিণ্ড ফুসফুসকে সজীব করে তোলার যন্ত্রে ব্যবহার। এই যন্ত্রের উন্নতি ঘটালেন ডা. অ্যাস্থনি অ্যান্ড্রিসন। তিনি দেখালেন যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দেহে রক্ত প্রবাহের গতি কমিয়ে এই যন্ত্রে ব্যবহার সার্থকভাবে করা যায়।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ তৈরির পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল হৃদ্‌পিণ্ডের গতিকে সচল রাকাণ যন্ত্র বা পেসমেকার। প্রধানত হৃদপিণ্ডের অলিন্দ, নিলয় এবং কপাটিকাগুলির ত্রুটিকে ঠিক করার জন্য পেসমেকার ব্যবহৃত হয়। কেজ বল নামক এক ধরনের পেসমেকার এবং তার থেকে হার্ট ভাল্‌ভ তৈরি করলেন দুই চিকিৎসক এ স্টার এবং এল এডওয়ার্ডস। তবে, এই ধরনের যন্ত্র মানব হৃদপিণ্ডে বসালে হলে সঠিক ও নিখুঁত উপায়ে হৃদ্‌পিন্ডে রক্ত সংবহনের বা ট্রান্সফিউশনের প্রয়োজন ছিল। তবে, ১৬৬৭ সালে চিকিৎসক জঁ দেনিস, পশুর দেহ থেকে মানুষের হৃদযন্ত্রে রক্ত সংবহন করাতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে হৃদরোগীর শরীরে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

কৃত্রিম হার্ট ভাল্‌ভ তৈরির পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন'। নিজের ওপর এই পরীক্ষাটি সফলভাবে সর্বপ্রথম নিজের হাতে ক্যাথেটার বসিয়ে করে সফল হন ফোর্স্টমান নামক এক চিকিৎসক। ১৯৬১ সালে ফুটবলের রাজপুত্র গিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা জন্মগ্রহণ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। সত্যজিৎ রায় তাঁর অমর কল্পবিজ্ঞান চরিত্র গিরিডির উশ্রী নদীতীর নিবাসী বিজ্ঞানী ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেন। ওই সালেই হৃদরোগ চিকিৎসার দিকে একটা বড় পদক্ষেপ তৈরি হয় ফ্রান্সে। ডা. কুঁলিন একজনের শিরার অংশ নিয়ে একজন হৃদরোগীর হৃদযন্ত্রে বসান। বেঁচে ওঠেন সেই রোগীটি। শুরু হয় হার্ট বাইপাস সার্জারির যুগ। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের সময় সংবহিত রক্ত যাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সংস্পর্শে এসে দূষিত না হয়ে যায় তার জন্য ভাল্‌ভ অক্সিজেনারেটর' নামক অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির উভাবন করেন ইংরেজ শল্যা চিকিৎসক---চার্লস ওয়ালটন লিলেহেইল। অস্ত্রোপচারের সময় অ্যাওটা নামক রক্তবহা নালীটি যাতে পেঁচিয়ে গিয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচালে ব্যাঘ্যাত না ঘটায় তার জন্য বিশেষ অ্যাওর্টা ক্ল্যাম্প বা সাঁড়াশি বানালেন শল্য চিকিৎসক ক্লারেন্স ক্রমেফার্ড।

১৯৫২ সালে হৃদ্‌রোগীর অস্ত্রোচপার করছিলেন লন্ডন হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডা. হেনরি সৌটার। তিনি এক রোগীর ছোট হয়ে আসা 'মাইট্রাল' কপাটিকাটিকে রক্ত চলাচলের জন্য প্রশস্ত করে তোলেন কপাটিকাটিতে আঙুল প্রবেশ করিয়ে। এই পথ ধরেই হৃদপিণ্ডের 'মাইট্রাল স্টেনোপিস রোগ সারাতে ১৯৪৯ সালে 'ফিংগার ফ্রাকচার অ্যানজিওপ্ল্যাস্টি'। চিকিৎসা চালু করেন ডা. চোয়াইটি হারকিং। কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত 'ব্লু বোধ' নামক নবজাত শিশুদের (ফেইয়োৎ'স টেট্রোলজি) হৃদপিণ্ডকে মেরামত করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেন ব্রিটেনের চিকিৎসকরা ডা. বি সি ব্রক, এন আর ব্যাবেট এবং রেমন্ড ড্যালি। হৃদপিণ্ডের ইলেক্ট্রাকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) চালু করতে প্রধান ভূমিকা নেন কানাডর টরেন্টো শহরের চিকিৎসকরা। এভাবেই আমাদের শরীরের প্রাণবিন্দুটির সুরক্ষার জন্য যুগে যুদে প্রাণপাত করেছেন ঈশ্বরতুল্য চিকিৎসকরা। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেন আমরা বলতেই পারি ---'তোমার হৃদমাঝারে রাখবো। ছেড়ে দেবে না। /ছেড়ে দিলে সোনার ধন/ আর তো পাব না।' (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

রাজা ও প্রজার প্রশ্নে আন্দোলনরত কৃষকরা

নরেন্দ্রনাথ কুলে

দিল্লির সীমানায় দু'মাসের বেশি শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা কৃষকদের আন্দোলনের প্রশাসন অশান্তির পরিবেশ ছড়ানোর মতো বহু সংকেত পেয়েছেন বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার প্রকাশ না ঘটায় প্রমাণ করেতে পারেনি। আর দিল্লির বুকে কৃষকদের মিছিল ঘিরে যে অশান্তি ঘটে গেলে তার খবরও ছিল বলে প্রশাসন দাবি করেছিল। তাহলে প্রশ্ন উঠছে অশান্তির খবর থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না কেন। না এখন এই নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। আন্দোলনরত কৃষক নেতার এক জন্য দায়ী প্রশাসন নয়। কৃষক নেতারা বলছেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের গায়ে কালি লাগানোর জন্য সরকার পোষিত কিছু সংগঠন মিশে গেছে এই সংগঠনে। এটাও ঠিক যে অশান্তির ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে তার ব্যবস্থা নেওয়া মোটেও কঠিন নয়। কৃষক নেতারা তা বলেছেন। এ পর্যন্ত যে নাম উঠে এসেছে তা বিজেপি'র ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। অথচ তাঁর গায়ে এখনো আঁচড় পড়েনি। প্রশাসনের পরিকল্পিত নিস্ক্রিয়তা অশান্তির বৃদ্ধি ঘটনার কারণ গত বছর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির ঘটনা প্রমাণ করেছে। তার ঠিক একবছর পর একই ঘটনা ঘটল সেই দিল্লিতে। এনআরসি বিরোধী আন্দোলন দিল্লির শাহিনবাগ শান্তিপূর্ণভাবে একশো দিন পার করেছিল। তার সমর্তনে দেশজুড়ে আন্দোলন ধীরে ধীরে যখন দানা বাঁধছিল, তখন করোনা প্রশাসনের ডাল হয়ে আন্দোলনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বাধা আজকের এই কৃষক আন্দোলনে আর বাধা হয়ে নেই। শান্তিপূর্ণভাবে ষাট দিন পার করে দেড়শ জনের বেশি প্রাণ গেছে যে আন্দোলনে সেখানে দিল্লির বুকে কৃষকরা অশান্তি করতে পারে এমনটা বলা যায় কিনা তা প্রশ্ন না করে পারা যায় না। তাই কৃষকনেতাদের কথায় সরকারের পাতা ফাঁদে তারা যে পা দিয়ে ফেলেছে তা পরিস্কার। এ কথা নেতাদের জানা উচিত যে কোনও দীর্ঘ আন্দোলনকে বাণচাল করতে প্রশাসন তাঁর কৌশল প্রয়োগ করবেই। সেই কৌশলের চরিত্র আন্দোলনরত নেতারা না বুঝতে পারলে প্রশাসন বা সরকার তার ফায়দা তুলবে। এটাই স্বাভাবিক।

আজকে এই স্বাভাবিকতার পরিবেশে দেশদ্রোহী আর গদ্দার শব্দের ব্যবহারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে যেন। কথায় কথায় এই শব্দের অনুরণনে ভরে উঠছে পরিবেশ। বিশেষ করে এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এই শব্দ দুটো দেশবাসীর কাছে নতুন করে পরিচয় ঘটেছিল। ছাত্র, সাংবাদিক ডাক্তার থেকে নানা বিদ্ধজন কেউই বাদ যায়নি এই শব্দের বিশেষণ থেকে। শুধু বিশেষণ দিয়েই প্রশাসন বা পারিষদ থেমে নেই। তার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন প্রয়োগেও তৎপরতা দেখা গেছে। আসলে আন্দোলনকে ভেঙে দিয়ে ভবিষ্যতের কাছে দৃষ্টান্ত রাখা যাতে কোনওভাবেই কোনও আন্দোলন দানা না বাঁধে। তবু আন্দোলন দানা বেঁধেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে কৃষকদের এই আন্দোলন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে। কিন্তু দু-মাসের বেশি শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলন যে কৃষকরা করলেন তাঁরা রাতারাতি দেশদ্রোহী হতে পারে কি করে। তবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারের কথা না শুনলে না মানলে দেশদ্রোহী বলার চলটা

এখন বেশ স্বাভাবিক। ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা রাজদ্রোহী হয়েছিলেন। অথচ তাঁরা কেউই দেশের বিরুদ্ধে নয়। আর আজকে শুধু শব্দটা পাল্টে গেছে।

আর রাজদ্রোহী হওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসেবে আন্দোলনরত এক কৃষকের মুখে এক পুলিশের বুটের লাথি মেরে চেপে থাকার ছবি মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও আমেরিকার পুলিশের হাতে বর্ণবৈষম্যের শিকার ঘটনা আর এই ঘটনার সম্পর্কে এক নয়। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারের সম্পকটা একই। ছবিটি এ দেশের মানুষের হৃদয়কে ব্যথা দিতে পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু কৃষকের অপরাধ নিয়ে প্রশাসন কথা বললে তা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। প্রশাসনের কথা সরকারের কথা কিন্তু সরকার আবার কৃষকদের দ্বারাও নির্বাচিত। কৃষকরা নির্বাচিত করেছে বলে তাঁদের কথা সরকারকে শুনতে হবে এমন কথা কে বলেছে। কারণ নির্বাচিত সরকারের কথাইত সকলের কথা, এ কথা কৃষকরা বুতে পারছেনা । বুঝতে না পারর ফলেই হয়ত তাঁদের জেদ। আর এই জেদ ভাঙতে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে পুলিশের এমন সক্রিয়তা সরকারকে বিড়ম্বনা না ফেলে পারে না। যদিও টওাটা কৃষকদের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ নিজেদের স্থানীয় বলে পরিচয় দিয়ে চরম অসহিষ্ণু ব্যবহার করেছে, যেখানে এই পুলিশকে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। আসলে স্থানীয় নামের মানুষজনের কৃষকদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ সরকারের পক্ষে কথা বলে তাই পুলিশ নিষ্ক্রিয়। আর কৃষক সরকারের বিপক্ষে বলে পুলিশ সক্রিয়। কিন্তু কৃষক সরকারের বিপক্ষে নয়, তাঁরা কেবল সরকারের আনা নতুন কৃষি আইনের বিপক্ষে। এই কথাটাই একন গুলিয়ে দিতে চাইছে। পুলিশের অত্যাচারের। এই ছবি থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বিচারাধীন খুনি আসামির ওপর অত্যাচারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আন্দোলনরত কৃষকের ওপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্ক কি মানবাধিকার প্রশ্নের বাইরে।

এই প্রশ্ন নিয়ে দিল্লি সীমানায় উঠেছে ইটের প্রাচীর। কোথাও কাঁটাতারের বেড়া। আবার তার সঙ্গে লোহার গজালে গাঁথা পথজুড়ে। কোনওভাবেই যেন অনুপ্রবেশ না ঘটে রাজধানীর বুকে। তার জন্য প্রশাসনের এই কঠিন ব্যবস্থা । এ যেন শত্রু হাত থেকে রাজপ্রাসাদ বাঁচানোর জন্য রাজরাজারা প্রাসাদের চারপাশে যেমন পরিখা কেটে রাখত ঠিক তার মতোই আজ অন্য রূপে। তাহলে কৃষকরা কি আজকে এই রাজধীনীর রাজার শত্রু? রাজার আয়োজন তা বলে দিচ্ছে। রাজার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এত রাজদ্রোহী। তাই জলহীন, বিদ্যুতহীন, নেটহীন, এমর্কি অস্থায়ী সৌচালয় ব্যবস্থানীন করে দেওয়া। কৃষকরা যেন সত্যি শত্রু। এই কৃষকরা যাতে হিংসার আশ্রয়ে রাজধানী কলুষিত করতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। ব্রিটিশ কারাগারে বিপ্লবীরা অন্ধকার ঘরে দিন কাটাত। অত্যাচারের বিধ্বস্ত করে বিপ্লবীদের খাবার জল থেকেও বঞ্চিত করত। কারণ বিপ্লবীরা অন্ধকার ঘরে দিন কাটাত। অত্যাচারে বিধ্বস্ত করে বিপ্লবীদের খাবার জল থেকেও বঞ্চিত করত। কারণ বিপ্লবী ব্রিটিশের চোখে ভয়ঙ্কর। আজকে স্বাধীন দেশের কৃষক শাসকের চোখে কি তেমনই ভয়ঙ্কর যার জন্য তাঁদের জলহীন, বিদ্যুৎহীন করে রাখতে হবে। আসলে এই অবস্থা সৃষ্টি করে কৃষকদের ভয়ঙ্কর হিসেবে তুলে ধারা শাসকের এ একটা প্রক্রিয়া। কিন্তু কৃষকরা গত বছরের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে তাঁদের আন্দোলনের অহিংস সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে আসছে। যদিও প্রজাতন্ত্র দিবসে সেই সংস্কৃতির অবমূল্যায়নের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেই ছবির প্রকৃত কুশীলবদের পরিচয় এখনও প্রকাশ না হলেও শান্ত আন্দোলনকারি কয়েকজন কৃষক যে ধরা পড়েছে, এক অশীতিপুর কৃষকের গ্রেফতারি তা বলে। তবে অশীতিপর হলেই তা আর নির্দোষ হয় না।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিভিন্ন দাবিতে এনএসইউআই এর পক্ষ থেকে পাসপোর্ট অফিসে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপির সব নেতাই দাগি, অভিযোগ প্রাক্তন দলীয় সাংসদ তথা নব্যকংগ্রেসি আরপি শর্মা

হাফলং (অসম), ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি এবং কংগ্রেসে মধ্যে বাগযুদ্ধ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রাক্তন দলীয় সাংসদ তথা নব্যকংগ্রেস নেতা রামপ্রসাদ শর্মা। হাফলঙে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তেজপুরের প্রাক্তন সাংসদ রামপ্রসাদ শর্মা বলেন, বিজেপির সব নেতাই দাগি। এ-সব দাগি নেতা কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গিয়ে এখন গঙ্গাজলের মতো পবিত্র হয়ে উঠেছেন।

রামপ্রসাদের কটাক্ষ, বিজেপি মানেই গঙ্গা জল। দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্সের ধ্বজাধারী বিজেপি সরকারের আমলে ভ্রষ্টাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদ আঁকড়ে যিনি রয়েছেন, সেই দেবোলাল গারলোসা একজন অপরাধী।

কিন্তু তাঁকে আজ পর্যন্ত অপসারণ করতে পারেনি সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার। তাছাড়া পুলিশের গুলিতে ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি যে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল, ওই ঘটনার তদন্ত করতে রাজ্যের বিজেপি সরকার এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। তার পরও আজ পর্যন্ত এই তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

তাই অবিলম্বে এই তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে আরপি শর্মা বলেন ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন করে ষষ্ঠ তফশিলিকে ধ্বংস করে দিয়ে পাহাড়ি এই জেলার উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বিজেপি, গুরুতর অভিযোগ তুলেন আরপি শর্মা।

তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে রাজ্য বিজেপির এ-ধরনের কাজের জবাব দেবেন জনতা।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সচিব তথা ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডা. মানবে রংপি, ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা এবং পার্বত্য পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ মামলায় রায় ঘোষণা, মূল চক্রীর ২৯ বছরের জেল

লকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মূল ঘটনার ছ'বছর পর অবশেষে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ মামলায় রায় ঘোষণা করল আদালত। এই হামলার মাথা বোমারু মিজান ওরফে শেখ কওসরকে ২৯ বছরের জেলের সাজা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) বিশেষ আদাত।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বর্ধমানের খাগড়াগড়। তারপরই ঘটনার তদন্তে নামে এনআইএ। জানা যায়, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে কুখ্যাত বাংলাদেশি জঙ্গ সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। এদিকে, বিস্ফোরণের পরই বাংলাদেশে পালিয়ে যায় কওসর। সেখান থেকে ফের জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করে সে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে মনে করে আবারও ভারতে চলে আসে ওই জঙ্গি। তার পর ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে রীতিমতো ফাঁদ পেতে কওসরকে ধরেন এনআইএ গোয়েন্দার।

খাগড়াগড় কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ৩১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। তাদের মধ্যে ৩০ জনের সাজা ঘোষণা আগেই হয়েছে। এবার কওসরকে ২৯ বছরের জেলের সাজা দেওয়া হল। খাগড়াগড়ের পাশাপাশি, বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণেও জড়িত রয়েছে কওসর।

জানা গিয়েছে, কওসর জেএমবি-র উজির পদে ছিল। সংগঠন তৈরি করে নাশকতা চালানোয় পারদর্শী কওসর বেশ কিছুদিন ধরেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কেরলে তার এক সহচর ধরা পড়তেই আরও বিপাকে পড়ে যায় সে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার ঘুরে বেঙ্গালুরুতে আত্মগোপনের চেষ্টায় চালায় সে। তবে বিশেষ ফল হল না। প্রত্যেকটি রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কওসরের খোঁজে ছিল এনআইএ। সে যে নজর এড়িয়ে বেঙ্গালুরুতে রয়েছে, এনআইএ-কে খবরটি দিয়েছিল ওই রাজ্যের পুলিশ। তারপরই এদিন বোমারু মিজানকে গ্রেফতার করে এনআইএ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিশ্ব ডাল দিবসে বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিশ্ব ডাল দিবসে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইউনাইটেড নেশনস যে বছরে একটি দিন অন্তত ডালের জন্য বরাদ্দ করে রাখা উচিৎ! সেই শুরু, তার পর থেকে প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদযাপিত হয়ে আসছে বিশ্ব ডাল দিবস।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও যে শস্যের জয়জয়কার, সেই নানা ডালের হরেক পুষ্টিগুণই তো সুরক্ষিত করতে পারে মানুষের সভ্যতাকে! বুধবার মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লেখেন আপনারা হয়ত জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডাল উৎপাদনে ২০১১-'১২ ও ২০১৫-'১৬তে 'কৃষিকর্মন' স্বীকৃতি পেয়েছে। এই দিন সমস্ত কৃষকদের আমি ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিচ্ছি। প্রতি বছর এই দিনটি একেক রকমের থিম অনুযায়ী উদযাপন করে থাকে রাষ্ট্রসংঘ। এই বছরের থিম খুব স্বাভাবিক ভাবেই জোর দিয়েছে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে। যতই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হোক না কেন, যতই মারণ ভাইরাসের ভ্যাকসিনের প্রয়োগ শুরু হয়ে যাক না কেন, আদতে এই রোগের সঙ্গে যুঝতে গেলে কাজে আসে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। আর সেই রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি বাড়াতেই সাহায্য করে থাকে নানা রকমের ডাল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গোয়ালতোড়ের চাষের জমিতে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, জখম কমপক্ষে ২৫

মেদিনীপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ের পাটাশোল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাষের জমিতে উলটে গেল যাত্রী ভরতি বাস। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর জখম কমপক্ষে ২৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ খাতড়া-চন্দ্রকোণা রুটের একটি বাস চন্দ্রকোণার দিকে যাচ্ছিল। পাটাশোল এলাকায় রাস্তার গর্তে পড়ে যায় একটি চাকা। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ১০ ফুট নিচু চাষের জমিতে পড়ে যায় বাসটি। শব্দ পেয়ে তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে যান। প্রথমে তাঁরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোয়ালতোড় থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় বাসের ভিতরে আটকে থাকা ২৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

অনুব্রত মণ্ডলের শ্লোগানের পাল্টা দিলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : 'খেলা হবে' বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। এবার খড়গপুর থেকে পাল্টা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, "এবার বিজেপিই খেলা দেখাবে।" নিশানা করলেন শাসকদলকে।

একুশের নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বারবার বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল দাবি করেছেন, তিনি খেলা দেখাবেন। কখনও বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "আমরা যদি নড়েচড়ে দাঁড়াই তাহলে ওরা কেউ বাঁচতে পারবে না। একুশের নির্বাচনের পর ভয়ংকর খেলা হবে।" বুধবার সকালে খড়গপুরে প্রাতঃভ্রমণ সারেন মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। যোগ দেন চা চক্রে। সেখান থেকেই অনুত মণ্ডলের 'খেলা হবে'র পাল্টা দিয়ে বলেন, "ওদের সব খেলোয়ার আমাদের কাছে। তৃণমূল আর কীভাবে খেলা দেখাবে। এবার শুধু আমরা খেলব আর ওরা গ্যালারিতে বসে দেখবে।"

মঙ্গলবার সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠক করে অনুব্রতবাবু দাবি করেন, "বিজেপির সভায় একহাজার লোকও হয়নি। কেন সভায় ভিড় হল না?" বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি খেলা শুরু করেছেন বলেই এই অবস্থা। এর আগে বীরভূমে একাধিক কর্মসূচি ছিল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। সেখানে সভাও করেন তিনি। বুধবার অনুব্রতবাবুর এই লাগাতার কটাক্ষের পালটা দিলেন দিলীপবাবু। প্রতিদিনের মতো এদিনও একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তোপ দাগেন শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলেন, একুশে বিজেপিই বাংলার দায়িত্ব পাবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আবহে চিড়িয়াখানায় ভিড় পশু প্রেমীদের

কলকাতা,১০ ফেব্রুয়ারি (হি . স.) : করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। কিন্ত এরই মাঝে চিড়িয়াখানা মুখী পশু প্রেমীরা। করোনা আবহের মাঝেও বুধবার চিড়িয়াখানায় ভিড় পশু প্রেমীদের।শীত মানেই ভ্রমণ প্রিয় শহরবাসী ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে শহর ঘুরতে। তবে, ভ্রমনপ্রিয়দের অন্যতম ঘোরার প্রিয় জায়গা চিড়িয়াখানা।

শীতেরর আবহ গায়ে মেখে প্রায় রোজই চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছেন দর্শকরা। কেউ দেখছেন পশু পাখি কেউ আবার চড়ুইভাতিকরতে আবার কেউ শীতের আদুরে মেঘ গায়ে মেখে গল্প করতে ব্যস্ত। চিড়িয়াখানা অতিথীদের দেখতে করোনা আবহে হাজির দর্শনার্থীরা। এইবছর আবার চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে জিরাফ শিশু লক্ষীর সন্তান। তাকে দেখতে বেশ আগ্রহী দর্শকরা। তা ছাড়াও রয়েছ বাঘ, জলহস্তী, দর্শকদের সবার প্রিয় শিম্পাঞ্জি বাবু সকল অতিথিদের টানে চিড়িয়াখানা ঢু মারছেন পশু প্রেমীরা। কচি-কাচা থেকে,যুবক যুবতিরা সকলেই আনন্দে মেতেছ চিড়িয়াখানার। আর দর্শনার্থীদের দেখে আনন্দে গা ভাসিয়েছে চিড়িয়াখানার পশুরাও। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল

ভোট ঘোষনার মুখেই বদলি বাঁকুড়ার জেলা শাসক

বাঁকুড়া ১০ ফেব্রুয়ারি (হি .স.): বিধিনসভা ভোট ঘোষনার মুখেই বদলি হলেন বাঁকুড়ার জেলা শাসক এস অরূন প্রসাদ।অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি পি গোপালিকা সাক্ষরিত এই নিরেদশ নামা বুধবার বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন দপ্তরে এসে পৌঁছায় বলে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে।বর্তমান জেলা শাসককে জিএস টির দুর্গাপুর বিভাগের দায়িত্ত্ব অপর্ন করা হয়েছে। বাঁকুড়ার জেলা শাসক অরূন প্রসাদের সলাভিষিক্ত হচ্ছেন শ্রীমতী রাধিকা আয়ার।এদিনই তিনি দায়িত্ত্ব ভার বুঝে নেবেন বলে সূত্রের খবর।ভোট ঘোষনার মুখেই জেলা শাসক বদল নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।হিন্দুস্থান সমাচার/ সোমনাথ

দুঃখ হয়, মালদহে আমাকে শূন্য হাতে ফেরালে", কঠিন সময়ে আবেগপ্রবণ মমতা

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি স)। "আমি মালদহের জন্য অনেক করেছি। কিন্তু একটাও আসন পাইনি।"

বুধবার মালদহের জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন ভাষণে বলেন, "মালদহে কি আমরা কিছু পাব না? ৩০ বছর ধরে মালদহে আসছি। ভোটের আগে সব সমীকরণ পালটে যায়। দুঃখ হয়, মালদহে আমাকে শূন্য হাতে ফেরালে।"

মালদহের জনসভায় তাঁর মুখে শোনা গেল আক্ষেপের সুর। বললেন, মালদহে একটা সিটে কংগ্রেস জিতেছে। একটা বিজেপি জিতেছে। এমনকি, মৌসমকেও হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁর বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার করেছে। আমি কিন্তু মৌসমকে রাজ্যসভার সদস্য করে দিয়েছি। মালদহে আমার সিট নেই বলে আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

দক্ষিণ দিনাজপুরে আমার সাংসদ নেই। আমি কিন্তু অর্পিতা ঘোষকে করে দিয়েছি। মানস ভুঁইয়াকে করে দিয়েছি।

মালদহ বরাবরই তাঁকে হতাশ করেছে। রাজ্য রাজনীতিতে প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণিখানের গড় হিসেবে পরিচিত এই জেলায় এখনও সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। ২০১১ বিধানসভায় মালদহে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সুবাদে একটি আসন পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১৬-র বিধানসভায় সেটাও জোটেনি। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনেও দুটি আসনের দুটিই গিয়েছে বিরোধী শিবিরে। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপের মাঝেও ছিল প্রত্যয়ের সুর। তিনি বলেন, "বলে দিচ্ছি এবারে কিন্তু শূন্য হাতে ফিরব না। আপনাদের আশীর্বাদ, দোয়া সঙ্গে নিয়েই যাব।"ভোটদাতাদের উদ্দেশে তাঁর সতর্কবার্তা, "কংগ্রেস-সিপিএমকে ভোট দেবেন না। অনেক হয়েছে। ভোট ভাগাভাগিতে যাবেন না। সিপিএমকে দেবেন না, অনেক দিয়েছেন। সিপিএম-কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস মরে যাবে কিন্তু বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।"

২০১৯-এর লোকসভায় দেখা গিয়েছে কংগ্রেস-তৃণমূলের ভোট ভাগাভাগির অঙ্কে মালদহের একটি আসন দখল করে নিয়েছে বিজেপি। আসন্ন নির্বাচনেও যে এই ভোট কাটাকাটি যে মাথাব্যথার কারণ হতে পারে, তা বুঝে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বেলুড় মঠ খুলতেই দর্শনার্থীদের ভিড়

কলকাতা,১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে খুলেছে বেলুড় মঠ। করোনা কাঁটায় বেশ কয়েকদিন বেলুড় মঠ বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে ফের খুলে গেল মঠের দ্বার। মঠ খুলতেই দর্শনার্থীদের ভিড়।

প্রথম দিকে লকডাউনের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি। এরপর ধীরে ধীরে আনলক পর্যায়ে ধর্মীয় স্থান গুলি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েছিল তখন খুলে গিয়েছিল বেলুড় মঠও। কিন্তু অতিরিক্ত ভক্ত সমাগমে করোনা ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বেলুড় মঠের দ্বার। কিন্তু অবশেষে ফের খুলছে বেলুড় মঠের দরজা।

বুধবার ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে দর্শনার্থীদের খুলে দেওয়া হল বেলুড়। সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা এগারোটা অব্দি খোলা থাকছে বেলুড়। অন্যদিকে দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকছে বেলুড় মঠের দরজা। তবে প্রসাদ বিতরণ, আরতি দর্শন, ধ্যান এসব আপাতত বন্ধই থাকবে। বেলুড়মঠে ভিতরে দর্শনার্থীদের মেনে চলতে হবে একাধিক নিয়ম। পরতে হবে মাস্ক, ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার। এখনই খুলছেনা মিউজিয়াম। আপাতত ভোগের ব্যবস্থাও বন্ধ থাকছে। বেলুড় মঠ খুলতেই ভিড় বেলুড় - এ। তবে, মাস্ক ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তৃণমূলের বিরোধিতার কারণে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ কটাক্ষ শমীকের

কলকাতা,১০ ফেব্রুয়ারি (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। কিন্ত তারই মাঝে বেড়ে চলেছে বিজেপি তৃণমূল তরজা। আর মঙ্গলবার তৃণমূলকে কটাক্ষ করে "তৃণমূলের বিরোধিতার কারণে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ" কটাক্ষ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যর।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "শহরের যানজট সমস্যা, সেবকের দ্বিতীয় সেতু নিয়ে সমস্যা থেকে গিয়েছে। ২০২১ সালে পরিবর্তনের পর ওইসব সমস্যার সমাধান করতে বিজেপি বদ্ধপরিকর"।

দিল্লি-গুজরাত থেকে বাংলা চালাতে দেব না , হুঁশিয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মালদহ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি স)। "ওদের ধান্দা হচ্ছে, দিল্লি থেকে বাংলাকে কন্টোল করবে। গুজরাত থেকে কন্টোল করবে। কিন্তু আমার জীবন থাকতে সেটা হতে দেব না। আপনারাও দেবেন না। "

বুধবার মালদহের জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন ভাষণে বলেন, "বিজেপি টাকা নিয়ে আসবে। টাকা দিলে নিয়ে নেবেন, কিন্তু ভোট দেবেন না। ওটা ওদের টাকা নয়। সাধারণ মানুষের টাকা। "বিজেপির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, "মমতাকে হারানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই। কারণ মমতা একা নয়, মমতার সঙ্গে মানুষ আছে।" সুকৌশলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় এনআরসি আতঙ্কও উসকে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলে দিয়েছেন, "বাংলায় ওঁরা বারবার কেন আসছে জানেন? কারণ, ওঁরা দিল্লি থেকে বাংলাকে শাসন করতে চায়। দিল্লি থেকে বসে দাঙ্গা বাঁধাবে। এনপিআর আর এনআরসি করবে। তাই বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না। ২০২১-এ তৃণমূল আরও বেশি সংখ্যক আসন নিয়ে ফিরে আসবে। বাংলায় জিতব, এরপর ভারতবর্ষটাকেও দেখব।"

মমতা বলেন, কেএলও থেকে যারা এসেছিলেন, আমি তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করেছি। বিজেপি শুধু ফেক ভিডিয়ো তৈরি করছে। সেই ফেক ভিডিয়ো হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়াচ্ছে। আগের বছর একটা ছবি দিয়েছিল। এক মহিলার শাড়ি ধরে টানছে। সেটা পরে জানা গেল, ভোজপুরী সিনেমার একটা ভিডিয়ো। মমতা বলেন, এমন দিন ছিল, দিনে একটা বিড়ি তিন বার খেত। আর এখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। কোথা থেকে এল এত টাকা? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজীবকাণ্ডে বনসহায়ক পদ নিয়ে হলফনামা চাইলো হাইকোর্ট

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বনসহায়ক পদে নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ-পালটা অভিযোগের জেরে মাত্রা পেয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। বুধবার এই ব্যাপারে হলফনামা চাইলো কলকাতা হাই কোর্ট।

রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে পরেই তৃণমূল সুপ্রিমো অভিযোগ তুলেছিলেন যে, বনসহায়ক পদে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। সেই ঘটনায় তাঁর কাছে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। রাজ্য সরকার সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করবে ও দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেবে। মমতার সেই সিদ্ধান্তের জেরে মুখ চুপ রেখে বসে যাননি রাজীববাবুও। তিনিও পাল্টা জানিয়ে দেন, তৃণমূলের নেতামন্ত্রীদের সুপারিশের জেরেই ওই সব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়ে তাঁর কাছে তথ্য ও প্রমাণাদিও আছে।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য মন্ত্রিসভা বনসহায়ক পদে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত ঘটনায় তদন্তের সিদ্ধান্তে সায় দেয়। বিতর্কের জেরেই বনসহায়ক পদের পরীক্ষায় বসা মালদার কৌশিক ঘোষ সহ কিছু পরীক্ষার্থী কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। জানা গিয়েছে, তাঁরা মূলত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা নিয়েই মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাতেই এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা আগামী ৪ মার্চের মধ্যে হলফনামা দাখিল করতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকারকে।

গত বছর নভেম্বরে বন সহায়ক পদে ২০০০ জনের নিয়োগ হয়। এদিন এই মামলার শুনানিতে সরকার। নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে এনে রাজ্যকে হলফনামা জমা দিতে বলেছে হাইকোর্ট। কীভাবে ওইসব পদে নিয়োগ করা হল, যে প্যানেল বেরিয়েছে তা কী অবস্থায় রয়েছে, মেধাতালিকায় স্বচ্ছতা না থাকলে নিয়োগই বা কীভাবে, এই বিষয়ে রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। আগামী ৪ মার্চের মধ্যে সেই হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ মামলায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই স্যাটে মামলা করেছেন বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী। ২০২০ সালের অগস্ট মাসে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণদের বন-সহায়ক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য সরকার। যেখানে শূন্যপদ ছিল প্রায় দু'হাজার। মাত্র দু'হাজার পদের জন্য দু'লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু প্যানেল প্রকাশ হয়নি। গত কয়েকদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌখিক তরজার ফলেই জানা যায়, বন-সহায়ক পদে নিয়োগ হয়ে গিয়েছে। এর পরই নিয়োগ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে স্যাটের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সজল দে নামক এক আবেদনকারী। তাঁর আইনজীবী আশীষ চক্রবর্তী এই নিয়ে স্যাটের নিকট জানতে চেয়েছিলেন, "প্যানেল ছাড়া নিয়োগ হল কীভাবে?" এবার ঘুরিয়ে কার্যত সেই প্রশ্নের জবাব তলব করলো হাই কোর্টও। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সভায় রথযাত্রাকে মমতার কটাক্ষ, প্রতিবাদ বিজেপি-র

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রকাশ্য দুই সভায় রথযাত্রাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষের সমালোচনা করলেন বিজেপি-র দুই নেতা তথাগত রায় এবং অমিত মালব্য।

রায়গঞ্জের সভা থেকে বিজেপির রথযাত্রা নিয়ে তীব্র কটাক্ষে বিঁধেছেন তৃণমূল নেত্রী। মালদহের সভাতেও তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিজেপির রথযাত্রাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি নেতারা এখন জগন্নাথ সাজছে, বলরাম সাজছে, সুভদ্রা সাজছে। কোনও ধর্মকে কেউ অসম্মান করতে পারে না। আমরা রথযাত্রাকে শ্রদ্ধা করি। আর বিজেপির নেতারা একটা বড় বাসের মধ্যে একটা করে হোটেল বানিয়েছে। সেই হোটেলগুলোতে খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রথযাত্রাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনাদের সম্মান করতে পারব না। সব ধর্ম সব ধর্মের মতো চলবে। যে যার নিজের নিজের ধর্ম পালন করবে।"

তথাগত রায় প্রতিক্রিয়ায় টুইটে লিখেছেন, "মমতা বিজেপি রথযাত্রার বিরুদ্ধে উদ্ভট অভিযোগ করছেন। বলছিলেন আগে দেবতারা রথযাত্রা করতেন, মহাভারতে কৃষ্ণ-অর্জুনের উদাহরণ দিয়েছিলেন .. এখন রথগুলিতে বসে বিজেপি নেতারা ঈশ্বরকে অপমান করছেন?

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় চাকরির দাবি নিয়ে বিক্ষোভ, আটক তিন অভিযুক্ত

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "দিদি আমাদের চাকরি দিন, নইলে মৃত্যু দিন"- এ ধরনের ফেস্টুন এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় ক্ষোভ জানান একদল কর্মপ্রার্থী। তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ায় তিন আন্দোলনকারীকে আটক করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

২০১৬-১৭ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেনির পদে ৬০ হাজার নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ছয় হাজার নিয়োগের জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৫৪২২ জনকে নিয়োগ করা হলেও বাকিদের অপেক্ষা তালিকায় রাখা হয়। তালিকায় থাকা যুবক, যুবতিরা চাকরির দাবিতে আন্দোলনে নামেন। এর কর্মসূচী হিসেবে ৯ বার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে, ৫-৬ বার নবান্ন এবং লালবাজার অভিযান করেও কোনও ফল পাননি তাঁরা।

এদিন রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী জনসভা থাকায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অপেক্ষা তালিকায় থাকা ২৩ জন সভাস্থলে হাজির হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য চলাকালীন "হয় আমাদের চাকরি দিন, নইলে এবার মৃত্যু দিন", "দিদি আমাদের চাকরি দিন, নইলে মৃত্যু দিন"- এ ধরনের ফেস্টুন এবং প্ল্যাকার্ড কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে যান সাংবাদিকদের নজর সে দিকে ঘুরে যেতেই মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাতেও ক্ষুব্ধ হন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীরা এই ঘটনার পর অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। সেই সময় মাঠেই ছিলেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীরা তাঁদের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন নামিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষ হওয়ার পর পুলিশ তিন আন্দোলনকারীকে আটক করে। আন্দোলনকারী নয়ন রায় জানান, শান্তিপূর্ণভাবে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আগামীতে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবার হুমকি দিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্যাংক কর্মীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই, চাঞ্চল্য দিনহাটায়

দিনহাটা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় বেসরকারী ব্যাংক কর্মীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ইতিমধ্যেই দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার চারটি দলের টাকা সংগ্রহ করে মোটর সাইকেলে চেপে ফিরছিলেন একটি বেসরকারী ব্যাংকের নিগমনগর শাখার এক কর্মী। সেসময় দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রামপঞ্চায়েতের সর্দারটারী এলাকার একটি গ্রামীণ রাস্তায় তিনজন সশস্ত্র দুস্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে এবং টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। এরপর ব্যাংক কর্মীর চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং খবর দেন থানায়। উক্ত ব্যাংক কর্মী জানান, টাকা সংগ্রহ করে ফিরছিলাম। এমন সময় তিনজন দুষ্কৃতী বাইকের চাবি নিয়ে নেয় ও টাকার ব্যাগ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ও মাথায় বন্দুক ঠেকায়। এরপর সমস্ত টাকা ও বাইকের চাবি নিয়ে পালিয়ে যায়। সব কিছু এত দ্রুত ঘটেছে যে স্থানীয়দের ডাকতে পারিনি। দুষ্কৃতীদের বাইকের নম্বরও মনে নেই। অভিযোগ পেয়ে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

প্রয়াত রাজীব কাপুর, সোশ্যাল সাইটে জানালেন বউদি নীতু

মুম্বই: পরপর দুঃসংবাদ কাপুর পরিবারে। ঋষি কাপুরের পর এবার পরপারে পাড়ি দিলেন তাঁর ভাই রাজীব কাপুর। পেশায় চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক ছিলেন তিনি। রাজ কাপুরের কনিষ্ঠ সন্তান রাজীব মঙ্গলবার হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার ফলে প্রয়াত হন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। এদিন আচমকাই রাজীব কাপুর চেম্বুরে নিজের বাড়িতে থাকাকালীনই বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে আর কিছু করার ছিল না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। রাজীবের প্রয়াণের পর বউদি নীতু কাপুর সোশ্যাল সাইটে দেওরের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন নীতু।

রাজ কাপুরের তিন সন্তানের মধে রাজীব ছিলেন কনিষ্ঠ। গত বছরই দাদা ঋষি কাপুরের মৃত্যু হয়। তার এক বছর কাটার আগেই প্রয়াত হলেন রাজীব। অভিনেতা হিসেবে বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি'। তবে তাঁর কেরিয়ার শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। প্রথম ছবি ছিল 'এক জান হ্যায় হাম'। তবে ১৯৮৫ সালে ব্লকবাস্টার ছবি 'রাম তেরি গঙ্গা ম্যায়লি'-র জন্য জগৎজোড়া খ্যাতি পান তিনি। তাঁর শেষ ছবি ছিল 'জমিনদার'। এছাড়া 'মেরা সাথী' ও 'হাম তো চলে পরদেশ' ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকের নজর কেড়েছিল।

রাজীব কুমার অনুরাগীদের কাছে "চিম্পু" নামে পরিচিত ছিলেন। এটি ছিল তাঁর ডাকনাম। ১৯৯১ সালে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ছবি প্রযোজনা করেন। ছবির নাম 'হেনা'। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ঋষি কাপুর। এছাড়া হোম প্রোডাকশনের তরফে তিনি 'প্রেম গ্রন্থ' ও 'আ আব লউট চলে'-র মতো ছবিও প্রযোজনা করেছিলেন। এরপর প্রায় তিন দশক পর ফের প্রযোজনার জগতে ফেরেন তিনি। আশুতোষ গোয়াড়িকর ও ভূষণ কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি স্পোর্টস ড্রামা প্রযোজনা করেছিলেন। ছবির নাম 'তুলসীদাস জুনিয়র'। এই ছবিতে অভিনয় করেন সঞ্জয় দত্ত।

স্পষ্ট হয়ে গেল সম্পর্কের চিড়! নুসরতকে ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে নিখিল

নদীর এক দিক যখন ভাঙে, তখন আরেক দিক গড়ে ওঠে। এরকমটাই কি হচ্ছে অভিনেত্রী সাংসদ নুসরাত জাহান ও তাঁর স্বামী নিখিল জৈন সঙ্গে। বিগত দুমাস ধরেই নুসরত ও নিখিলের সম্পর্ক এবং তা ভাঙার চর্চায় উত্তাল টলি পাড়া। ২০১৯ -এ স্বপ্নের মতো যে সম্পর্কের শুরু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাতে কি ভাঙন ধরতে পারে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তার সঙ্গে নুসরতের সঙ্গে যশ দাশগুপ্তব 'গাঢ়' বন্ধুত্ব' কি শুধুই বন্ধুত্ব নাকি এই সম্পর্ক আদতে প্রেমের এই নিয়েও নেটিজেনদের প্রশ্নের শেষ নেই।

গতবছর স্বামী নিখিল জৈনের সঙ্গে পোশাকের ব্র্যান্ড 'ইউভ' লঞ্চ করেছিলেন নুসরত জাহান। অথচ ওই ব্র্যান্ডের এক বছরের পূর্তিতে নেই অভিনেত্রীই নিজেই। স্বামী নিখিল জৈনের ইনস্টা স্টোরিও

বলছে অন্য কথা। রঙ্গোলি ইন্ডিয়ার সিইও নিখিল জৈন তাঁর ইন্সটা স্টোরিতে ফ্যাশন শো এর ছবি দিয়ে লিখলেন, 'নতুন সূচনা'। তারপর থেকে আবার আলোচনার শিরোনামে নুসরত- নিখিল। এই সংস্থার ব্র্যান্ড-এর মুখ নুসরত। রঙ্গোলি ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছে নুসরত জাহান এর ছবি। গত বছর নুসরতের ভাবনায় রঙ্গোলিই 'ইউভ' নামে একটি ক্লথিং আত্মপ্রকাশ করে। তবে সময় যে পরিবর্তনশীল। তাঁর স্রোতে বদলে যায় অনেক কিছুই।

জন্ম থেকেই ইন্টারনেট সেনসেশন, ক্যামেরা দেখে ছোট্ট যুবানের উৎসাহ দেখে কে

ইনি বাই বর্ন স্টার। বাবার কোলে করে ক্ষুদে চোখ দিয়ে কলকাতা চেনা হোক,বাবার চেয়ারে বসে কিউট মুখ করে ক্যামেরায় লুক দেওয়া হোক ,ক্রিসমাস বাক্স থেকে উঁকি মারা হোক মানে সবেতেই সে। যেই খুলে তারকা শুধুমাত্র কিউটনেস দিয়ে সবার মন জয় করেই চলেছে তিনি রাজ-শ্রী মানে রাজচক্রবর্তী ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি পুত্র যুবান। জন্মের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ছোট্ট যুবানের জনপ্রিয়তা রাজ-শুভশ্রীকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই রাজ এবং শুভশ্রী (ট্রথব্দ-ছব্ডত্ন্রস্তুস্ব্ন্তত্রত্র) দুজনেই ছেলের নানান ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার তো কদিন আগে হয়েছিল যখন অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহলির কন্যা ভামিকা-র ছবি দেখানোর নাম করে বলিউড এর একটি এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল যুবান এর মুখ বসিয়ে দেয় ফটোশপ করে। মোট কথা যুবনের জনপ্রিয়তা এখন আর শুধু বাংলায় আটকে নেই। শনিবার ছেলের ছোট্ট একটু মুহূর্ত অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন রাজ রাজের পোস্ট করা ভিডিয়ো থেকে অনুমান করা যায় বড়ো হয়ে হয়তো বাবা-মায়ের পথেই হাঁটবে ছোট্ট যুবান ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে ছোট যুবান শুয়ে আছে। রাজ যুবানের দিকে ক্যামেরাটা নিয়ে যেতেই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠছে ক্ষুদে সেলিব্রিটি।নানান রকম মুখভঙ্গি করে কত কিছুই না বলতে চাইছে সে। ক্যামেরা কাছে নিয়ে যেতেই, নানা রকম আওয়াজে নিজের আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশ করছে সে। ক্যামেরা দেখেই ছোট্ট দুটো ঠোঁটের ভেতর থেকে ঝিলমিলিয়ে উঠলো যুবান। খিলখিল করে হেসে উঠলো সে।ভিডিয়োটি পোস্ট করে রাজ গত বছর রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায়,'ধর্মযুদ্ধ' মুক্তি পাবার কথা ছিল কিন্তু প্যানডেমিক ও লকডাউ'নের জন্য তার মুক্তি পিছিয়ে যায় এরপর ডিসেম্বরে মুক্তি পাবার কথা ছিল শুভশ্রী গাঙ্গুলী ও পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'হাবজি গাবজি।কিন্তু চারপাশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই ছবির মুক্তিও পিছিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ চক্রবর্তীর সংস্থা। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরেই এই দুই ছবি মুক্তি পাবে।

সলমন ফ্যানেদের জন্য সুখবর, পর্দায় ফিরছে 'টাইগার'

পর্দায় ফের আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে টাইগার। সমস্ত অপেক্ষাতে ইতি টেনে শীঘ্রই বড় পর্দায় টাইগারের তৃতীয় পর্ব নিয়ে ফিরতে চলেছেন সলমন খান ও ক্যাটরিনা কাইফ। কিন্তু করোনার জেরে পরিবর্তন করা হয়েছে শ্যুটিং শিডিউলে। করোনার জন্যই আরব আমিরশাহির বদলে প্রথমে ইস্তাম্বুলেই শ্যুটিং সারবে টিম টাইগার।

ছবিটির প্রযোজনা করছেন আদিত্য চোপড়া ও পরিচালনা করছেন মণীশ শর্মা । প্রযোজক আদিত্য শ্যুটিং নিয়ে কোনও রকম দেরি করতে চান না। তাই আরব আমিরশাহির জায়গায় আগে ইস্তানবুলের বেশ কয়েকটি জায়গাকে শ্যুটিং সেরে ফেলার জন্য বেঁচে নিতে চাইছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই পড়ি প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। দু'টি জায়গাতেই রেকি করার জন্য টিম পৌঁছে গিয়েছে।

এই ছবিতে সলমনকে একটু রোগা লুকে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই ট্রেনিং শুরু হয়ে গিয়েছে ভাইজানের। সলমনের ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে এই ছবির জন্য কাজ করছেন রাজেন্দ্র ঢোলে ।সলমনের ট্রেনিংয়ের উপর নজরদারি করছেন সহকর্মী রাজেশ রায়ও ।

আপাতত,পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকর এর অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ এর শুটিং সারছেন সলমন খান। শিখ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করছেন সলমন।তাঁর বিপরীতে একদম অন্য লুকে অভিনয় করছেন আয়ুষ শর্মাকে তাঁকে দেখা যাবে গ্যাংস্টারের চরিত্রে।প্রজ্ঞা জয়সওয়াল ও মহিমা মাকওয়ানাকে দেখা যাবে এই সিনেমাতে।

এই ছবি আসলে ২০১৮ সালের মারাঠি ক্রাইম ড্রামা 'মুলশি প্যাটার্ন'-এর রিমেক। অন্তিমের পর প্রভু দেবা -র পরিচালনায় ইদে রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই সিনেমায় দেখা যাবে সলমন খানকে।যেখানে অভিনয় করছেন দিশা পটানি , রণদীপ হুডা ও জ্যাকি শ্রফ পর্দায় টাইগার ম্যাজিক দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দর্শক।

এবার নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাচ্ছে ইরফানের 'ডুব'

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ইরফান খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গত বছরের এপ্রিলে। নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আংরেজি মিডিয়াম ছবিতে অভিনয় করেন। কিন্তু তারপর ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ, কোলোন ক্যানসারে আক্রান্ত হন অভিনেতা। তাঁর অভিনীত প্রতিটি ছবি আজও দর্শকের মনে একই রকম উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান।

স্ল্যামডগ মিলোনিয়ার, দ্য এমেজিং স্পাইডার ম্যান, তালওয়ার,জজবা ,নিউ ইয়র্ক , 'করীব করীব সিঙ্গল', 'লাঞ্চ বক্স', 'পিকু', 'হায়দার', -এ নিজের অভিনয়ে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন সিনেপ্রেমীদের।

তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল বিনোদন জগতে। তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মাথায় নেটফ্লিক্সে দেখা যাবে 'ডুব- নো বেড অফ রোজেস', এই ছবির গল্পতেই উঠে এসেছিল, মৃত্যু সব ফিরিয়ে দেয়। ভালবাসা, সম্মান সব কিছু। আর সেই কথা অভিনেতা ইরফান খানের মৃত্যুর পর আজকে বড়ই প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।

এ ছবির গল্প সম্পর্ক ভাঙা গড়ার। ভালোবাসা ও যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে নিজেকে নিজের ভালোবাসাকে পাওয়ার গল্প ডুব। একজন বিবাহিত পুরুষ যদি তাঁর মেয়ের বন্ধুর প্রেমে পড়ে,আর

তারপর যদি নিজের পুরোনো সংসার ভেঙে সেই মেয়েটিকে নিয়ে নতুন করে সংসার গড়ে তোলে, তাহলে সম্পর্কের সেই ভাঙা-গড়ার মধ্যে নিজের মনের অতল গভীরে ডুব দিলে কী পাওয়া যাবে, কোন কোন পরিস্থিতির যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে থাকবে সে, তাঁদের অন্তরের শুরু থেকে শেষের সুর বেসুরের যে টাল মাটাল হয়, তার পরিণতিটাই বা কী তারই উত্তর পাওয়া যাবে ছবিতে।

ছবির পরিচালনা করেছেন ওপার বাংলার বিখ্যাত পরিচালক মোস্তাফা সরয়ার ফারুকী।বাংলাদেশের এই ছবিটিতে ইরফানের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন নুসরত ইমরোজ, তিষা ও পার্ণো মিত্র। ডুব ছবিতে জাভেদ হাসানের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রয়াত বলিউড অভিনেতা ইরফান খান।মৃত্যু যে সবসময় সব কিছু নিয়ে যায় না, অনেক সময় কিছু দিয়েও যায় এই ছিল ডুব ছবির বক্তব্য।

হিরো নয় বরং অভিনেতা ইরফান খান ছিলেন আছেন ও থাকবেন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে। তাঁর সহজ কথা বলা অকৃত্তিম হাসি আজও তাকে আমাদের অন্তরে অমলিন করে রেখেছে। তাই ডুবের সাথে দর্শক আরও একবার ডুব দেবে ইরফান খানের স্মৃতিতে।

যে ইউভকে নুসরত এক সময় নিজের সন্তানসম বলেছিলেন, শনিবার সেই ব্র্যান্ডের বর্ষপূর্তির উৎসবে মিসিং তিনি নিজেই। তাঁকে ছাড়াই দিব্যি ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করলেন নিখিল জৈন । নুসরত না থাকলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্টাইলিস্ট স্যান্ডিও। তাহলে কি নুসরতকে ছাড়াই ইউভকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবছে নিখিল ?

এই বিতর্কের মাঝেই নাম উঠলো আর একজন অভিনেত্রী,যাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বিগত কয়েকমাসে বেশ কাটাছেড়া হয়েছে। তিনি শ্রাবন্তী । শ্রাবন্তী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি দিয়েছেন যেখানে তাঁর পরনে ইউভের শাড়ি। ইউভের শাড়ি পরে ইউভকে ত্যাগ করেছেন অভিনেত্রী নিজেই। এরপর থেকেই বিনোদন মহল প্রশ্ন তুলেছে ,নুসরতকে 'রিপ্লেস' করে ইউভের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কি শ্রাবন্তী? দীর্ঘদিন ধরে নুসরত ও নিখিলকে একসঙ্গে দেখাও যাচ্ছে না। এমনকি ইনস্টাগ্রামে দুজন দুজনকে আনফলো করেছে। এরকম টালমাটাল অবস্থায় শনিবার নুসরতহীন ইউভের সেলিব্রেশন স্পষ্ট করে দিলো,স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে চিড় বেশ গভীর।

মসৃণ ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক উপাদান

রাসায়নিক পণ্যের চাইতে ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদান উপকারী। দূষণ ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে ত্বক মলিন ও নির্জীব হয়ে পড়ে। নিয়মিত প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে ত্বকের কোমল ও মসৃণভাব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে প্রাকৃতিকভাবে মসৃণ ত্বক পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। জল পান: প্রতিদিন কমপক্ষে আট গ্লাস পানি পান করা নিশ্চিত করুন। এটা শরীরকে আর্দ্র রাখে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে। লেবুর রস: একটা ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে শুকানোরে জন্য দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর তা কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। টমেটো: একটা টমেটো ব্লেন্ড করে পেস্ট তৈরি করে নিন। পেস্টটি মুখে মেখে দশ মিনিট অপেক্ষা করে

ধুয়ে ফেলুন। টমেটো ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। মধু: খাঁটি মধু মুখে মেখে দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। মধু ত্বক কোমল ও মসৃণ রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। টি ট্রি অয়েল: তুলার বলের সাহায্যে টি ট্রি অয়েল সরাসরি ত্বকে মাখুন। ভালো ফলাফল চাইলে কয়েক ঘণ্টা পর পর ব্যবহার করতে পারেন। টি ট্রি তেল ব্রণ প্রবণ ত্বককে সুস্থ ও মসৃণ করতে ভূমিকা পালন করে। অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরার পাতায় থাকা জেল সপ্তাহে বেশ কয়েকবার ত্বকে ব্যবহার করা ভালো। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক কোমল ও মসৃণ হয়ে ওঠে। টেবিল-চামচ ওটমিল, ব্লেন্ড করা অর্ধেকটা শসার রস ও সামান্য দুধ মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মাস্কটি মুখ ও গলায় মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বিশ মিনিট পরে মুখ সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পেঁপে: কয়েক টুকরা পাকা পেঁপে পিষে মিহি করে নিন। এরপর তা মুখে প্যাকের মতো করে মেখে অপেক্ষা করুন। ১৫ মিনিট পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক কোমল ও মসৃণ হয়। হলুদ: এক চা চামচ হলুদ, দুই চা-চামচ চন্দনের গুঁড়া ও পর্যাপ্ত পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। প্যাকটি মুখে মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে নিন।

ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৯৭.২৭ শতাংশ, ৯৪ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৫,২৫২

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত কয়েক মাস ধরে ভারতে করোনা-পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা লাগাতার ১০০-র নীচেই রয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই নিম্নমুখী। সেই ধারা অব্যাহত রইল বুধবারও। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ হাজার ০৬৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৪ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,৬১,৬০৮ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১,০৬৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,০৮৭ জন। ৯৪ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,২৫২ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,৬১,৬০৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫১১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,১১৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৬ লক্ষ ১১ হাজার ৫৬১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৫৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা আরও বাড়ল, ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত মূল্য। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.২৯ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.২৫ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৮৮.৯২ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৮১.৩১ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি বুধবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেও। দিল্লিতে ০.৩০ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৮৭.৬০ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.২৫ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৭৭.৭৩ টাকাউ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.২৯ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.২৭ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামউ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৯৪.১২ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৮৪.৬৩ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)উ চেন্নাইয়ে ০.২৬ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৮৯.৯৬ টাকা এবং ০.২৪ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৮২.৯০। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

দেশে একমাত্র আমরাই বিনা পয়সায় রেশন দিই, মালদায় দাবি মমতার

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "আমাকে একটা সরকার দেখান, যে বিনা পয়সায় রেশন দেয়। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কেউ না। আমরাই একমাত্র বিনা পয়সায় রেশন দিই।"

বুধবার মালদার জনসভায় এই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদিন ভাষণে বলেন, বিনা পয়সায় রেশন পেতে হলে আপনাদের তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। কারণ, এটা বিজেপি নয়, যে করব বলে আর করলাম না। আমরা যা বলি, সেটা করি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা চিকিৎসা করাতে পারবেন। আর যাঁরা পাননি, তাঁদেরও বিশেষ কার্ড দেওয়া হচ্ছে। পরে কার্ড পেয়ে যাবেন। এই কার্ড মা-বোনেদের নামে দেওয়া হচ্ছে। কারণ মা-বোনেরাই জানেন, কার কী দরকার, তাঁরাই সংসার চালান। তাঁরা প্রয়োজনে নিজের মা-বাবার চিকিৎসাও করাতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এমন দিন ছিল, দিনে একটা বিড়ি তিন বার খেত। আর এখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা। কোথা থেকে এল এত টাকা? রথযাত্রাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনাদের সম্মান করতে পারব না। সব ধর্ম সব ধর্মের মতো চলবে। যে যার নিজের নিজের ধর্ম পালন করবে। ওরা বারবার বাংলায় আসছে। ভাবছে, বাংলা দখল করবে। মমতার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। কিন্তু আমার মেরুদণ্ড কী ভাঙবে? আমি বাংলায় জিতবই। তার পর ভারতবর্ষকেও দেখব।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ট্যাব দেওয়া হয়েছে। ট্যাব যাঁরা পাননি, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরেও দেওয়া হবে। আজকে একটা ছেলে যদি স্কুলে যায়, তাকে জুতো-জামা দিই। আমি জানি, মালদাই একটা প্রকৃত সমস্যা আছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের সমস্যা। তাঁদের সমস্যাটা এই মুহূর্তে করতে পারব কি না জানি না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমি করে দবে।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ পঞ্জাবের চাষিরা কাঁদছে। হরিয়ানার চাষিরা কাঁদছে। কিন্তু বাংলায় কাঁদছে না, কারণ, বাংলায় তৃণমূলের সরকার রয়েছে। বিজেপি নেই। বাংলায় কৃষকবন্ধু প্রকল্পের টাকা ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রকল্প আছে, বলল আপনারা অনুসন্ধান করে পাঠান। আমরা পাঠালাম। কিন্তু আপনারা কিছুই দিলেন না। কেন দিলেন না? শুধু মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেও ভয় দেখাবে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : 'ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেও ভয় দেখাবে। ওদের কাজই হল ভয় দেখিয়ে মানুষের ভোট আদায় করা।"বুধবার রায়গঞ্জের সভামঞ্চ থেকে এভাবেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিজেপি-র সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, ওরা মিছিল করে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে। বীরসা মুন্ডার জায়গায় শিকারির গলায় মালা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান জানে না। বিজেপি নেতারা তো বাংলার সংস্কৃতির কিছুই জানেন না। দাঙ্গার বাংলা করতে চায় বিজেপি।"

তৃণমূলনেত্রী বলেন, "বহিরাগত গুন্ডারা এসে বাংলা শাসন করবে না। গত ১০ বছরে দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ বেকার বেড়েছে। আর বাংলায় বেকার ৪০ শতাংশ কমেছে। খাদ্য সাথীতে বিনে পয়সায় বাংলার মানুষ রেশন পান। স্বাস্থ্যসাথীতে বিনে পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা। এই সুবিধা দেশের আর কোনও রাজ্যে আছে? তাই তারা আমাদের নামে মিথ্যে কুতা, অপপ্রচার করছে। মিথ্যে বলে বিজেপি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মাথা উঁচু করে চলতে হবে। মানুষের সেবা করতে হবে। যদি কেউ ভাবে আমি বড় নেতা, সেটা ভুল। আমি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী ভাবি না, আমি নিজেকে তৃণমূল কর্মী ভাবি।

তিনি বলেন, 'খেতে পেত না। আগে একটা বিড়ি তিনজন টানত। এখন কত টাকা। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। আর ওরা বলে - হরে কৃষ্ণ হরে হরে, টাকা চুরি করে করে। টাকা দিলে নিয়ে নিন। বিজেপিকে ভোট দেবেন না। দিল্লিকে বাংলা দখল করতে দেব না, আমরা রুখব। আজ কংগ্রেস-সিপিএম বিজেপি এক হয়েছে। জগাই-মাধাই-গদাই তিনটেকেই জানাতে হবে বিদায়। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি এখন এক হয়েছে। বিজেপি পচা, লুটেরা, দাঙ্গাবাজ। বিজেপি বলে ১৫ লক্ষ দেব, বলে পালিয়ে যায়। আমরা যেটা বলি, সেটা করে বলি-করেছি। লঙ্কা খেলে তো ঝাল লাগবেই। দাঙ্গা করবে-আমরা বলব না তা কী করে হয়।'

বিজেপিকে চড়া সুরে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'বিজেপির টাকা আছে বলে খুব অহঙ্কার করে। কিন্তু টাকার থেকে মানবিকতার দাম অনেক বেশি। মানুষের রক্ত নিয়ে খেলে আর মুখে ধর্মের বাণী। বাংলায় যেমন-তেমন করে ক্ষমতা দখল করতে চায় বিজেপি। কিন্তু মনীষীদের বাংলাকে দখল এত সহজ নয়।

বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই। বিজেপি নেতারা তো সব বাইরে থেকে এসেছে। বিজেপি শুধু টাকা ছড়িয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়। কিন্তু এটা দিল্লি কা লাড্ডু নয়, এটা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বাংলা। টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলেছেন রামকৃষ্ণদেব।'হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এবার সরস্বতী পুজোর থিমে করোনা

কলকাতা,১০ ফেব্রুয়ারি (হি স):করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে এসে সরস্বতী পুজো। আর এবার সরস্বতী পুজোর থিমেও রয়েছে করোনার থাবা। ঠাকুর তৈরি থেকে মাটির কোন মূর্তি করতেই প্রথমেই মাথায় আসে কুমোরটুলির কথা।

কিন্ত করোনা আবহে চিন্তায় সকলে। এরই মাঝে সরস্বতী পুজোয় বাকি আর মাত্র ৬ দিন। কিন্তু কুমোরটুলির ছবিটা এবছর আলাদা। কিন্ত মূর্তি তৈরি হচ্ছে তবে বেশিরভাগই ছোট। বড় প্রতিমা যেমন কম হচ্ছে, তেমনই আগাম প্রতিমা বানিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে চাইছেন না মৃৎশিল্পীরা। এদিকে ছোট করে হলেও, সরস্বতী পুজোতেও রয়েছে করোনা থিম।

গুছিয়ে নিয়ে তৃণমূল থেকে অনেকেই পালিয়ে গিয়েছে, রায়গঞ্জে তোপ মমতা

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "গুছিয়ে নেওয়ার পর তৃণমূল থেকে অনেকেই পালিয়ে গিয়েছে। ভালো-মন্দ লোক নিয়ে তৈরি হয় একটা রাজনৈতিক দল। আমি শুধু কাজের লোকেদেরই প্রার্থী হওয়ার টিকিট দেব। যারা অকাজের তাদের আমাদের দলে কোনও স্থান নেই। ভোগী-লোভীদের কথা ভুলে যান।""

বুধবার রায়গঞ্জে দলীয় সভায় এই ভাষাতেই দলত্যাগীদের এক হাত নিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ""অনেক বর্ণ, অনেক জাতিকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হয়। আমি নিজে থাকব, আর কাউকে মানব না, সেটা ভুল। তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয়, যারা কাজ করে তাদেরকে। কারোও কাছে মাথা নত করে তৃণমূল কংগ্রেস টিকিট দেয় না। যারা ভোগী তারা ঘরে বসে ভোগ করুন, যারা ত্যাগী তারা মানুষের কাজ করুন।"

এদিন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামের সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই নাম না করে মূলত শুভেন্দু অধিকারীকে এভাবে আক্রমণ শানলেন। এক সময় এই জেলায় রাজ্যের শাসক দলের পর্যবেক্ষক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সেই প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উত্তর দিনাজপুর জেলায়। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই জেলাতে এসে তৃণমূল সুপ্রিমো কী বার্তা দেন দলের নেতাকর্মীদের সেই দিকে তাকিয়ে ছিল তামাম বাংলা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এসএসকেএম হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্থায়ীকরণ ও সমকাজে সমবেতনের দাবিতে বুধবার এসএসকেএম হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। এর জন্য মার খায় পরিষেবা। মূলত স্থায়ীকরণ এবং সমকাজে সমবেতনের দাবিতে এসএসকেএমে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা এই বিক্ষোভ দেখান। কর্মীদের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ 'আমরা শ্রম দফতরের কর্মী কেন? স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী নই কেন?', 'ইআরএস-এর চুক্তিবদ্ধ অস্থায়ী কর্মী' প্রভৃতি দাবি লেখা বোর্ড গলায় ঝুলিয়ে তাঁরা শ্লোগান দেন। অভিযোগ করেন, অনেকে ১৮ বছর আগে যোগ দিয়েও মাসে পাচ্ছেন ৭,৩০০ টাকা। যাতায়তে অনেকের বেড়িয়ে যায় হাজার দুই টাকা। এর পর হাতে যা থাকে, তা দিয়ে সংসার চলে না। করোনা-সহ বিভিন্ন রোগীর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে কর্মীদের অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন। তা সত্বেও বেতন বাড়েনি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৬২ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ১২,১২৮, করোনা-মুক্ত ৫.১৪ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): খুব বেশি না-হলেও, পাকিস্তানে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, সেই সঙ্গে মৃত্যুমিছিলও অব্যাহত। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৭২ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১২,১২৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৯১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৫১ জন।

বুধবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৭২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৫৭,৫৯১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০,৫১২। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,১৪,৯৫১ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩.৩ শতাংশ।

আদিবাসী, কৃষকদের জন্য মমতা কিছুই করেননি : জে পি নাড্ডা

কলাইকুন্ডা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার আক্রমণ অব্যাহত। এবার মমতাকে আক্রমণ করে জে পি নাড্ডা বললেন, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী এবং কৃষকদের কল্যাণের স্বার্থে মমতা কিছুই করেননি। পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আশ্বস্ত করে নাড্ডা বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে রাজ্যের জনগণের সর্বাত্মক অগ্রগতি নিশ্চিত করা হবে।' বুধবার সকালে খড়গপুরে চা-চক্র কার্যক্রমে অংশ নেন নাড্ডা, উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। নাড্ডা এদিন বলেন, 'কমলই এগিয়ে যাওয়ার পথ, কমলই পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে আসবে। সম্প্রতি, মোদীজি রিফাইনারি প্রকল্পের জন্য ৪,৭০০ কোটি টাকা, হাইওয়ের জন্য ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, পদ্ম ফুটলে এবং মমতা দিদি চলে গেলেই এই উন্নয়ন সম্ভব।' নাড্ডা এদিন আরও বলেন, 'একদিকে মোদীজি পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক অগ্রগতি চাইছেন, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চাইছেন।' নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন না পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সমস্ত সুবিধা পাবেন বঙ্গের কৃষকরা।

সাফল্য পুলিশের, নদিয়ায় ফেন্সিডিল-সহ গ্রেফতার ৩

নদিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নদিয়া জেলায় এক হাজার বোতল ফেন্সিডিল-সহ তিনজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করল ধানতলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি একটি চারচাকা গাড়িও আটক করা হয়েছে। ধৃতদের নাম-কৌশিক সেন, সুব্রত বাগ ও রজত সাহা। মঙ্গলবার রাতে তারা ওই গাড়িতে চেপে ফেন্সিডিল নিয়ে দত্তপুলিয়া থেকে বগুলার দিকে যাচ্ছিল।

সেই সময় ধানতলা থানার অন্তর্গত বরণবেড়িয়া এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ধৃত কৌশিক ও সুব্রত কৃষ্ণগঞ্জ থানার বানপুর এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে রজতের বাড়ি বনগাঁ থানার সুভাষ পল্লীতে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা এদিন রাতে ওই ফেন্সিডিলগুলি কৃষ্ণগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল।

বিভিন্ন হাসপাতালে বিক্ষোভ অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)। : বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করেন অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে মোট ৩০০০ এর বেশি রয়েছে ইআরএস কর্মী। এসএসকেএম হাসপাতালে এরকম কর্মীর সংখ্যা ৯০০ থেকে ৯৫০ জন। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনরত স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ দীর্ঘ ১৭ থেকে ১৮ বছর ধরে মুমূর্ষ রোগীর সংস্পর্শের প্রতিনিয়ত নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিষেবা দিয়ে চলেছি, কিন্তু বেতন বাড়েনি। পি এফ কেটে, এস আই কেটে ২৬ দিনের বেতন হিসেবে হাতে পান ৭,৩৪৯ টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

তাঁরা জানিয়েছেন, সব বিভাগে বেতন বাড়লেও তাঁদের বাড়ে নি। ২৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বেতন বাড়ানোর আর্জি নিয়ে চিঠি দিয়ে আসেন তাঁরা। বলেন, কর্মসূচী বন্ধ করতে চাই না। পরিষেবা বন্ধ করা হবে না। রোগীর ক্ষতি চাই না। আমরা আশা করছি , অতি দ্রুত তা নিষ্পত্তি করবে স্বাস্থ্য দফতর।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিহারে শিল্পায়নের ভীষণ প্রয়োজন, কর্মসংস্থানই লক্ষ্য : শাহনওয়াজ হুসেন

পাটনা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিহারের মন্ত্রী হিসেবে মঙ্গলবারই শপথ নিয়েছিলেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন, শপথগ্রহণের পরবর্তী দিন বুধবার বিহারের শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন শাহনওয়াজ। এদিন শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শাহনওয়াজ জানিয়েছেন, বিহারে শিল্পায়নের ভীষণ প্রয়োজন। রাজ্যের মধ্যেই রাজ্যবাসীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।

বিহারের শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর শাহনওয়াজকে প্রশ্ন করা হয়, কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাঁর সামনে। উত্তরে বিহারের সদ্য দায়িত্ব নেওয়া শিল্প মন্ত্রী জানান, 'বিহারে শিল্পায়নের ভীষণ প্রয়োজন। রাজ্যের মধ্যেই রাজ্যবাসীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং দক্ষ কর্মীরা এখানে রয়েছেন, তাহলে বাইরে কেন ফ্যাক্টরি তৈরি হবে।' শাহনওয়াজ ছাড়াও মঙ্গলবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন আরও ১৬ জন।

ঢাকায় করোনার টিকা নিলেন ভারতীয় হাইকমিশনারসহ বিদেশী কূটনীতিকরা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১০।। ভারতের টিকাকে আলাদা করে দেখার কিছু নেই, যারা টিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তারা আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।

বুধবার বেলা সাড়ে তিনটায় ঢাকার শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে করোনার টিকা নিয়ে বিদেশী কূটনীতিকদের টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা বাংলাদেশে বিদেশি কূটনীতিকদের টিকাদান শুরু করেছি। আজ বেশ কয়েকজন টিকা নিবেন। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে অবস্থান করা প্রায় ১২ শতাধিক কূটনীতিককে টিকা দেওয়া হবে। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প থেকে টিকার বিষয়ে সব সময় সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। শাহরিয়ার আলমের পরেই টিকা নেন ভ্যাটিকেন সিটির প্রতিনিধি এবং ডিপ্লোমেটিক কোরের ডিন জর্জ কোসারি। এর কিছুণ পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দুরাইস্বামী টিকা নেন।

টিকা নেয়ার পর দুরাইস্বামী বলেন, আমি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে বাংলাদেশী সমস্ত বন্ধুকে বলবো আপনারা টিকা নিন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সবসময় আছে। বক্তব্যের শেষে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তিনি বলেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা।

অসুস্থতা বাধ সেধেছে, ভোটে না লড়তে চেয়ে মমতাকে চিঠি রবিরঞ্জনের

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শারীরিক অসুস্থতা বাধ সেধেছে, তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন না বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবেও জানিয়েছেন রবিরঞ্জন। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রবিরঞ্জন উল্লেখ করেছেন, শারীরিক অবস্থা তাঁর খুব ভালো নেই। তাই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন না। রবিরঞ্জন নিজেই টুইট করে লিখেছেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমার বয়স ও শারীরিক কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দলনেত্রীকেও এই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার প্রিয় বর্ধমানবাসীদের ধন্যবাদ জানাই ও তাঁদের কল্যাণ কামনা করি।'

২০১১ সালে দাপুটে বাম নেতা নিরুপম সেনকে পরাজিত করেছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় মন্ত্রী করা হয় তাঁকে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বর্ধমান দক্ষিণ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। জয়ীও হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার মন্ত্রী করা হয়নি তাঁকে। সেই থেকেই দলের থেকে সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে রবিরঞ্জনবাবুর। সূত্রের খবর, গত ৩০ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক জানান, আসন্ন নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। কারণ শারীরিক অসুস্থতা।

মালদায় সভা শুরুর ঘন্টা দেড় আগেই অনুষ্ঠানস্থল অনেকটা পূর্ণ

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালদায় জে পি নাড্ডার পাল্টা কর্মসূচিতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মালদা শহরে প্রকাশ্য জনসভা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে গাজোলে জনসভার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও, জে পি নাড্ডা মালদা শহরে মেগা রোড শো করায়, সেই মালদা শহরকেই মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। মালদার ডি এস এ স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠে বুধবার দুপুরের প্রকাশ্য সভা করবে তৃণমূল। সভায় বিপুল জমায়েতের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সভা শুরুর ঘন্টা দেড় আগেই অনুষ্ঠানস্থল অনেকটা পূর্ণ।

উত্তর দিনাজপুরে প্রথম সভা করার পর বুধবার দ্বিতীয় সভা ইংরেজবাজার বিধানসভার অধীন মালদা শহরে। এই ইংরেজবাজার বিধানসভা এবার পাখির চোখ বিজেপির। গত লোকসভা নির্বাচনে মালদহ জেলার মধ্যে ইংরেজ বাজারেই সবচেয়ে বেশি ৯৪ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এরপর সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার রোড শো-এর মাধ্যমে মালদহের জেলা সদর ইংরেজবাজার শহর থেকে নিজেদের পালে হাওয়া টানার চেষ্টা করেছে বিজেপি।

মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এই মালদা শহরকেই মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য বেছে নিয়ে তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা, বিধানসভার লড়াইয়ের ময়দানে এক ইঞ্চি জমিও বিপক্ষকে সহজে ছেড়ে দেবে না তারা। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে মালদার তৃণমূলের ঝুলি ছিল শূন্য। এরপর ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি লোকসভার কোনও আসনে জিততে পারেনি তৃণমূল। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে জেলার রতুয়া এবং হরিশ্চন্দ্রপুর এই দুটি বিধানসভায় অন্য দুই প্রতিপক্ষ বিজেপি এবং বাম- কংগ্রেস জোট এর তুলনায় এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল।

এবার মালদার ত্রিমুখী লড়াই কার্যত নিশ্চিত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা ভোটে বাজিমাত করতে চাই শাসকদল। গত ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজারে জেতা কেন্দ্র হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। পরে ইংরেজবাজারের জোট সমর্থিত নির্দল বিধায়ক যোগ দেন তৃণমূলে। কিন্তু, এতেও লোকসভা ভোটে ইংলিশ বাজারের কার্যত ভরাডুবি হয়। তাই ইংরেজবাজারকে টার্গেট করেই এবার ভোটে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির।বুধবার মালদার ডি এস এ মাঠে হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সংলগ্ন মাঠে প্রকাশ্য জনসভা করবেন তিনি। সোমবার থেকেই এজন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল। এদিন সভাস্থল ঘুরে দেখেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারসহ পদস্থ পুলিশ কর্তারা। প্রস্তুতি ক্ষতিয়ে দেখেন জেলা সভাপতি মৌসম বেনজির নূর, তৃণমূল জেলা চেয়ারম্যান কৃষেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ নেতৃত্ব। মালদার মুখ্যমন্ত্রীর সভায় প্রায় এক লক্ষ জমায়েতের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৌসম।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রথযাত্রার নামে ফূর্তি চলছে জনসভায় তীব্র কটাক্ষ মমতার

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মসনদে বসতে হলে উত্তরের মন ফেরাতেই হবে। চ্যালেঞ্জ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গঞ্জে অবতীর্ণ হলেন নতুন আখ্যানকে অস্ত্র করে। বিজেপিকে বিঁধলেন রথযাত্রা নিয়ে। বললেন, ""মানুষের টাকায় দশতারা হোটেল ওটা, বিজেপি কালিমালিপ্ত করছে রথের সঙ্গে জড়িত দেবদেবীদের।""

বাংলায় পরিবর্তন ঘটাতে বিজেপি বার করেছে রথযাত্রা, যা তাঁরা ২০১৯ সালেও বের করেছিল। এবারে সেই রথযাত্রার তাঁরা নাম দিয়েছে পরিবর্তন যাত্রা। ইতিমধ্যেই ৩ দফায় সেই পরিবর্তন যাত্রা চলছে রাজ্যে। আরও ২টি পরিবর্তন যাত্রা শুরুর মুখে প্রহর গুণছে। কিন্তু বিজেপির এই রথযাত্রাকেই এবার তীব্র ভাবে আক্রমণ শানলেন তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামের মাঠে দলের জনসভার মঞ্চ থেকে তিনি বিজেপির সেই রথযাত্রা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানলেন। তিনি বললেন, "এরা রথযাত্রার অপমান করছে। এরা কি জগন্নাথ দেবের চেয়েও বড়? বিজেপি নেতারা কি নিজেদের জগন্নাথ দেবের থেকেও বড় মনে করেন? তাঁদের কি পুজো করতে হবে? আমরা দেখেছি, যুদ্ধের সময়ও রথের ব্যবহার হয়। অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। এরা কি কৃষ্ণ? এই কৃষ্ণরা কোথা থেকে এল? আমি দুঃখিত, এরা রথের অপমান করছে। রথযাত্রার নামে ফূর্তি চলছে।"

মমতার কথায়, 'যাঁরা রক্ত নিয়ে খেলে তাদের মুখে ধর্মের কথা মানায় না।আমি নিজে রথের রশিতে টান দিই। বিজেপির ভোগের রথে যারা আছেন তারা জগন্নাথ বলরাম শুভদ্রা থেকেও বড়?' জনসংযোগ বাড়াতে বিজেপির ফোকাস এখন রথযাত্রা। সেই রথযাত্রাকে এগিয়ে দিতে এসেছেন জে পি নাড্ডা, আসতে চলেছেন অমিত শাহ-যোগী আদিত্যনাথরাও। খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই মমতা আজ আক্রমণ করলেন সেই রথযাত্রাকেও। যেভাবে বাক্যবাণ শানালেন তাতে প্রস্তুতির ছাপ পরিষ্কার। মমতা শুরুই করলেন, ওঁ নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্নণে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমো স্লোগান দিয়ে। বললেন, 'আমরা দেখেছি দেবদেবতারা রথ চড়েন।

আর ওঁরা দশতারা হোটেল-রথ তৈরি করে ভোগের জিনিস দিয়ে ভরে রথযাত্রার করছে।'নাম না করে মমতা জে পি নাড্ডাদের বলছেন, রথবাবু, আর বিজেপির রথ দশতারা হোটেল। সেখানে ব্যবস্থা সম্পর্কে মমতার উবাচ, 'রথে বিরিয়ানি মাংস কাষা ছানার পোলাও খাওয়া হছে। গানা বাজানাও চলছে। দশতারা হোটেল।' মমতার যুক্তি, জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে অসম্মান করছেন বিজেপি।

বিভিন্ন দাবীতে পুর নিগমের জোনাল অফিসে নারী সমিতির ডেপুটেশন। বুধবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কৃষকদের জমিতে এসআরআই পদ্বতিতে ধানের চারা রোপন দপ্তরের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি।। বগাফা কৃষিদপ্তর প্রতিনিয়ত কৃষকদের উন্নয়নস্বার্থে কাজ করে চলছে। রাজ্য সরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্যসরকারের এই চিন্তাভাবনাকে সফলকরতে বগাফা কৃষি আধিকারিক প্রচেষ্টা চালিয়াযাচ্ছে। এরইমধ্যে আজ শান্তির বাজার মহকুমার কাঞ্চননগর এলাকায় এক কৃষকের কৃষিজ জমিতে বগাফা কৃষি আধিকারিক সহ দপ্তরের অধিকাংশ কর্মীরা কৃষকদের মাঠে এস আর আই পদ্বতিতে ধানের চারা রোপনকরেন। ধানের চারা রোপনের পূর্বে কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের মিনি পাউয়ারটিলার প্রদর্শন করাহয়। আজকের কৃষকদের মাঠে ধানের চারা রোপনে অংশগ্রহন করে বগাফা কৃষি আধিকারিক সুজিত কুমার দাস, বগাফা সেক্টর অফিসার সুভেন্দু মজুমদার, বাইখোড়ার সেক্টর অফিসার দীপক দাস, বগাফাব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস ও কৃষি দপ্তরের অন্যান্য কর্মীবৃন্দরা। কৃষি দপ্তরের এইধরনের উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আজকের এই ধানেরচারা রোপন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন বগাফা কৃষি আধিকারিক, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান। কৃষিদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সকলে ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহন করে।

মিড-ডে-মিলের চাল চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর গৌরনগর ব্লকের দেওড়াছড়া এডিসি ভিলজের বাগাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে মিড ডে মিলের চাল চুরির গুরুতর অভিযোগ করেছেন স্থানীয় অভিভাবকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিবাদ তুঙ্গে উঠেছে।রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি কালেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল প্রকল্প চাল ও নগদ অর্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।সেও অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে করোন ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি চলাকালীন সময়ে মিড ডে মিলের চাল সহ নগদ টাকা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিড ডে মিল প্রকল্পে দুর্নীতির প্রামাণ্য তথ্য মিলেছে।এ ধরনের একটি দূর্নীতির গুরুতর অভিযোগ মিলেছে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর গৌরনগর ব্লকের দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজের বাঘাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে।শিক্ষা দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের চাল-ডাল এবং নগদ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়ার কথা রয়েছে। দপ্তরের ঘোষণা সত্ত্বেও কৈলাশহর এর গৌরনগর ব্লকের দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজের বাঘা ছড়া স্কুলের ইনচার্জ জয় দাররং বরাদ্দকৃত টাকা এবং চাল প্রদানের ক্ষেত্রে কারচুপি করেছেন বলে অভিযোগ।প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ৪ কেজি৭০০ গ্রাম চাল দেওয়ার কথা থাকলেও স্কুল ইনচার্জ ৪কেজি করে চাল দিয়েছেন এবং বরাদ্দকৃত টাকা দেননি বলে অভিযোগ। এ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষোভে ফুঁসছেন। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সাংবাদিকদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল।তিনি বলেন দপ্তরের আধিকারিকের নির্দেশ ছাড়া তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি নন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেলে কাটা পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আজ বিকাল আনুমানিক সাড়ে তিন টায় রেলের ধাক্কায় অকালে মৃত্যু হলো এক নিষ্পাপ শিশুর।। খবরে প্রকাশ বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ উদয়পুর থেকে আগরতলা গামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বৃষ্টি পাল নামে বছর সাড়ে পাঁচেকের কন্যা সন্তানের। বৃষ্টির পিতার নাম রাখাল পাল। খবরে প্রকাশ ছোট্ট শিশু বৃষ্টি অন্যান্য শিশুদের সাথে রেললাইনে ট্র্যাকে খেলা করছিলো। এমন সময় উদয়পুর থেকে আগরতলা গামী রেলগাড়িটি দ্রুতগতিতে আসতে থাকলে বৃষ্টি হতভম্ব হয়ে পড়ে। খেলার সঙ্গী অন্যান্য শিশুরা রেললাইন থেকে দূরে চলে যেতে সক্ষম হলেও ছোট্ট শিশু বৃষ্টি যেতে ট্র্যাক পার হতে পারেনি। দ্রুতগামী রেলের ধাক্কায় সাথে সাথেই ট্র্যাকের পাশে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় বৃষ্টির। এলাকা বাসির ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানার ওসি খোকন সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেপানিয়া গোমতি জেলা হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। আগামী কাল ময়না তদন্ত শেষে বৃষ্টির নিথর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ট্রেনের নিচে পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় গোটা বাগমা বগাবাসা সহ উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিভাবক মহল আরেকটু সচেতন হলে বৃষ্টির মতো কচিকাঁকলিরা এভাবে অকালে ঝরে যেতো না বলে বুদ্ধিজীবী মহল মত পোষণ করেন।

তেলিয়ামুড়ায় পুষ্প ও সবজি প্রদর্শণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। জেলা ভিত্তিক ৩ দিনব্যাপী পুষ্প ও সবজি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো বুধবার বিকেলে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়িকা কল্যাণী রায়, উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা, খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, হটিকালচার দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর কাশীনাথ দাস সহ প্রমূখরা। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন কৃষি দপ্তরের মহাকুমা তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সেন্টু আচার্জী। হবে তেলিয়ামুড়া টাউন হল তথা চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রের মাঠ প্রাঙ্গনে। এই প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে থেকে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

মিজো তান্ডবে

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে মিজো পুলিশ তাদের ইচ্ছা মতো অসমের এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে, অথচ অসমের নাগরিকদের নিজেদের এলাকায় যেতে বাধা দিচ্ছে সিআরপিএফ এবং অসমের প্রশাসন। এদিকে এদিন মিজো পুলিশের এক বাহিনী নিয়ে সেই রাজ্যের দুই বিধায়ক সহ বিভিন্ন মিজো সংগঠনের সদস্যরা ঘুরে গেলেও হাইলাকান্দি প্রশাসন তাঁদের কোনও বাধা দেয়নি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাতে মারপিট আর অগ্নি সংযোগের ঘটনার চারদিন আগে মিজো দুস্কৃতকারীরা হাইলাকান্দির মুল্লিটিলা এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল। তার আগে ২০১৮ সালে কচুরথল এলাকার আরেকটি বিদ্যালয়কে অনুরূপভাবে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল মিজো দুস্কৃতকারীরা। এদিকে রাইজর দলের হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি জহির উদ্দিন লস্কর মিজো তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অগ্নিসংযোগ এবং মারপিটের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হওয়া এবং উগ্র মিজোদের মারে জখম ব্যক্তিদর পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া মিজোরামের সঙ্গে সংযোগকারী ধলেশ্বর-ভৈরবী জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আরম্ভ করা অর্থনৈতিক অবরোধ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। একেইভাবে কংগ্রেস নেতা দিলোয়ার হুসেন বড়ভুইয়াঁ, আসু নেতা আমজদ হুসেন প্রমুখ মঙ্গলবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত মিজো দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কাছাড় ও করিমগঞ্জের মিজোরাম সীমান্তের পর এবার হাইলাকান্দি জেলার সীমান্তে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে মিজো দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কচুরতল গ্রামে ২০-এর বেশি পরিবারের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংগঠিত করেছে মিজো দুষ্কৃতীরা। গতরাতের সংঘর্ষে কতজন আহত হয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে দশজন জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে চারজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলেও খবর।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের মার্চে এই কচুরতলে ভবন নির্মাণ করতে এলে মিজোরামের এক বিশাল দলকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়েছিল অসমের পুলিশ প্রশাসন। মিজোরামের বেসরকারি সংগঠন মিজো জারোলাই পল, ইয়ং মিজো অ্যাসোসিয়েশন, মিজো মিশে ইনখাওন পল এবং জোরাম উপা পল-এর নেতৃত্বে শতাধিক যুবক এসে কচুরতলে নির্মাণকাজ শুরু করেছিল। অসম প্রশাসন সেই নির্মাণ ভেঙে দিয়েছিল। এর পর প্রতিবেশী রাজ্যের কতিপয় মানুষ ব্যাপক চেষ্টা করেছিল ফের একটি ভবন নির্মাণ করতে। সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুদিন শান্ত ছিল।

তবে ফের তারা গত বছরের জানুয়ারি এবং নভেম্বর মাসে দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার সীমান্তবর্তী এই কচুরতলেই পুলিশের লোকজন নিয়ে আগ্রাসন চালিয়েছিল মিজোরামের সামাজিক সংগঠনের কর্মীরা। এবারও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে উচ্চস্তরীয় বৈঠক করে পরিস্থিতি শান্ত করেছিল।

শিশুমৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

৬,৪৮৯টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায়ও ত্রিপুরায় ১৪ লক্ষ মানুষ তাঁদের কার্ড করেছেন এবং পরিষেবা পাচ্ছেন। যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৩ শতাংশ বলে দাবি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, আয়ুষ্মান যোজনার ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ জেলায় তার মধ্যে ৯৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে, গোমতি জেলায় ৯৫ শতাংশ, পশ্চিম জেলায় ৯৭ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। খোয়াই জেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গেছে। ১০৮ শতাংশ আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সামনে থেকে এইদিনের র্যালি শুরু হয়। র্যালিটি রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে এই র্যালিতে সামিল হন। র্যালির অগ্রভাগে ছিলেন বিজেপি ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডল কমিটির সভাপতি সঞ্জয় সাহা। তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারে জানান দেশের অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন, এই বাজেটে সকলের ভালো হবে। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এইদিনের র্যালি সংগঠিত করা হয়েছে।

বাজারে

● প্রথম পাতার পর

মহারাজগঞ্জ তাদেরকে গরু বাজার এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকায় সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যে ১৩ টি দোকান এখনো পর্যন্ত সরে যায়নি তাদেরকে বুধবার পুনরায় সতর্ক করা হয়। পৌরনিগমের টাক্সফোর্স বাহিনীর এক দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারের পুকুরপাড় সংলগ্ন এলাকায় যেসব দোকানপাট গড়ে উঠেছিল প্রয়োজনীয় ট্যাক্স প্রদান করে তারা ব্যবসা করে আসছিল পুকুরটি সংস্কারের তাগিদেই আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে পুকুরপাড়ে গড়ে ওঠা এসব দোকানপাট গরু বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মাছের উৎপাদন

● আটের পাতার পর

বর্তমানে রাজ্যে ২ লক্ষ ৩৮৩০টি জলাশয় রয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি বছরে গড়ে ২৫ কিলোগ্রাম মাছ আহার করেন। গত বছর ছিল ২৩ কিলোগ্রাম। তিনি জানান, গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজ্যে মাছের চাহিদা ছিল ৯৮,৩৯৮ মেঃটন। উৎপাদন হয় ৭০,৫৮৬ মেঃটন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে চাহিদা ছিল ১ লক্ষ ১১৯৮ মেঃটন, উৎপাদন হয় ৭৭,৬৩০ মেঃটন। ২০১৮-১৯ এ জলাশয় ছিল ২৮,১১০ হেক্টর। ২০১৯-২০ এ ২৮,৭৭৫ হেক্টর। রাষ্ট্রীয় ক'ষি বিকাশ যোজনায় ২০১৯-২০ এ ১১০টি অরিয়েটর বিলি করা হয়। ৮ জেলায় ৮টি মোবাইল ফিস ক্লিনিক ভ্যান দেওয়া হয়েছে। ৪টি সরকারি ফার্মে সোলার পাওয়ার বসানোর কাজ চলছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বিভিন্ন জলাশয়ে ২৮ লক্ষ ৮১ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। ১,১২০ হেক্টর জলাশয়ের উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৪,৯২০ জনকে। ৬৭৮টি চেকড্যাম এ বর্তমানে মাছচাষ করা হয়েছে। কেইজ পদ্ধতিতে মাছচাষ করার জন্য নাবার্ড রাজ্যকে ২,৫২৪.৬০ লক্ষ টাকা সহায়তা করেছে। মাছচাষের জন্য আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এছাড়া পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পি সি সি এফ রামেস্বর দাস, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় প্রমুখ।

মন্ত্রিসভায়

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়িত করতে হবে। সেই কাজ সঠিকভাবে যাতে বাস্তবায়ন হয় তার জন্য প্রতি ব্লকে একজন করে প্রভারী আধিকারিক নিয়োগ করা হবে।

ইতিপূর্বে ছয়টি সূচকের উপর ভিত্তি করে উচ্চাভিলাষী ব্লকের উন্নয়নের কার্যধারা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই সূচকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। মোট নয়টি সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করা হবে। সেই সূচকগুলি হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্যচাষ, প্রাণীসম্পদের বিকাশ, গ্রামোন্নয়ন, গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের বন্দোবস্ত ও বিদ্যুতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি। মূলত, সব দিকের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে দাবি ত্রিপুরা প্রশাসনের।

সমিতির

● প্রথম পাতার পর

এর আগে এক মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।মিছিল শেষে এক প্রতিনিধি দল পূর্ব জোনালের সহকারী পুর কমিশনার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন নারীনেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারীনেত্রী কৃষ্ণা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।তিনি বলেন পৌর এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার করা তুয়েপের কাজ বছরে ২০০ দিন করা এবং মজুরি ৩০০ টাকা করতে হবে।যেসব ভাতা প্রাপকদের ভাতা কেটে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য পুনরায় ভাতা চালু করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। আগরতলা পুরো নিগমের প্রতিটি জোনাল অফিসে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হবে নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত জানিয়েছেন।

যান জট

● প্রথম পাতার পর

চালকদের সচেতন করা হয়। সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহা জানান তিন দিন যান চালকদের সচেতন করা হবে। তারপর থেকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে নিয়ম ভঙ্গকারিদের জরিমানা করা হবে। বটতলা থেকে বড়দোয়ালি বি.ও.সি পর্যন্ত রাস্তায় কোন ধরনের যান বাহন দার করিয়ে রাখা যাবে না। শুধু মাত্র যাত্রী তোলা বা নামানো যাবে। তার জন্য ১ মিনিটের জন্য গাড়ি দাড়াতে পারবে। উদয়পুর কিংবা দক্ষিন জেলা থেকে আসা গাড়ি গুলিকে যাত্রী নামাতে হবে নাগেরজলা স্ট্যান্ডের অভ্যন্তরে।

আগরতলার বাসিন্দাও

● আটের পাতার পর

তাদের গুলিতে কম করে আরও ১৩ জন লোক জখম হয়েছেন। ঘটনার দিন অজি উদ্দিনের মেয়ে গুয়াহাটিতে মামার বাড়িতে ছিল। তাই ডাকাতদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে মেয়েটি।

উল্লেখ্য, বদরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী আনোয়ারউল হকের জামাতা হলেন আজি উদ্দিন আহমদ। এদিকে লোমহর্ষক এই ডাকাতির খবর পেয়ে রাতেই দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস। বুধবার সকালে ভয়ঙ্কর এই ডাকাতির ঘটনার প্রতিবাদে শিলচর-কালাইন রোড অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ জনতা। তাঁদের দাবি, শীঘ্রই ডাকাতদের গ্রেফতার করতে হবে। এবং এই অঞ্চলে সংঘটিত ঘনঘন সড়ক ডাকাতি ও অপরাধজনক ঘটনা রোধে বুরুঙ্গায় পুলিশ চৌকি বসাতে হবে।

বুধবার প্রতিবাদী জনগণকে সান্ত্বনা দিতে কাছাড়ের পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে অজি উদ্দিনের স্ত্রী ও আশপাশের লোকজনদের সাথে কথা বলেন। পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনার সঙ্গে ছিলেন কাটিগড়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর রঞ্জন দলে, বিহাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ রামদুলাল গোয়ালা সহ স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা উত্তেজিত জনগণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, খুব শীঘ্রই অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে এবং বুরুঙ্গা এলাকায় একটি পুলিশ চৌকি বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ সুপার আরও জানান, ভয়ঙ্কর এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আসল ডাকাতরা শীঘ্রই পুলিশের জালে পড়বে বলে আশাবাদী বানোয়ারিলাল মিনা। পুলিশ সুপারের আশ্বাসে ক্ষুব্ধ জনতা দুপুর একটা নাগাদ সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

এদিকে, বুরুঙ্গায় সংগঠিত লোমহর্ষক এই ডাকাতির খবর পেয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দাস, কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বুরুঙ্গা জিপি সভাপতি নজমুল হুসেন, আব্দুস সালাম, কবীর আহমদ সহ অন্যরা। তাঁরা অজি উদ্দিন আহমদের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনদের সান্ত্বনা দিয়ে পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে পরামর্শ দেন। এলাকার উত্তেজিত জনতা ক্ষোভ ব্যক্ত করে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, শিলচর-কালাইন সড়কে কিছুদিন পর-পর ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাঁরা আরও বলেন, হঠাৎ কিছুদিন পর-পর বুরুঙ্গা রেলগেটের পার্শবর্তী স্থানে রাস্তায় বিহাড়া পুলিশ গাড়ি থামিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। কিন্তু তার পরও এই এলাকায় ঘনঘন ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় কীভাবে, এমন প্রশ্নও তুলেছেন ক্ষুব্ধ জনতা। এছাড়া গত তিন মাসের মধ্যে কাটিগড়া চেরাগি বাজার সংলগ্ন এলাকায় পর-পর দুটি বড় ধরনের ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেই সব ঘটনারও এ পর্যন্ত কোনও কিনারা করতে পারেনি কাটিগড়া পুলিশ।

মন্দিরে

● আটের পাতার পর

পাড়ার ভক্ত বৃন্দারা বুধবার সকালে জীবন দেবনাথের বাড়িতে ছুটে যান এবং মন্দিরে চরির ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান এবং আসন্ন বাৎসরিক কালী মায়ের পূজো যাতে করে সুষ্ঠ ভাবে সম্পূর্ণ করা যায় এর জন্য সবার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন।

অফিসে

● আটের পাতার পর

শ্রমিকদের কোন রকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিক্ষোভস্থল থেকে বাড়ি পাঠান। মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার ৩,৪,৬ নং ওয়ার্ডের রেগা শ্রমিকরা বুধবার রেগার কাজ করতে গেলে পঞ্চায়েত সচিব তাদের বলে মুজুরি ১০০টাকার বেশি পাওয়া যাবে না। আগেও তারা প্রাপ্য মুজুরি থেকে বঞ্চিত। ক্ষোভ তৈরী হয় তাদের মধ্যে। দলবেঁধে তারা ব্লকে চলে আসে। যদিও তখন ব্লকে বিডিও ছিলেন না। খবর পেয়ে বিডিও ব্লকে এসে কথা বলেন শ্রমিকদের সাথে। শ্রমিকদের স্পষ্ট বক্তব্য তারা সঠিক কাজ করেও ২০৫ টাকা মুজুরি পাচ্ছেন না। কখনও ১৩০ টাকা বা তার কম মুজুরি তাদের দেওয়া হচ্ছে। তাদের রেগার মাস্টার রোল দেখানো হয় না। দেখা যায় একদিনও কাজ করে নি এরকম লোক মজুরি পেয়ে যাচ্ছেন।পরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ দাস বলেন অভিযোগগুলি ক্ষতিয়ে দেখা হবে। কাজের জায়গায় রেগা শ্রমিকদের পূর্ন মুজুরি পাওয়ার মতো কাজ করতে হবে, তারজন্য জি আর এসরা জায়গা পরিমাপ করে দেবেন। শ্রমিকদের এই বিক্ষোভকেও বিজেপি পরিচালিত মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি করেন।

ডেয়ারী

● প্রথম পাতার পর

এবং ৩১টি ছোট পিগারী ইউনিট চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ৩২৭টি মাঝারি ছাগলের খামার এবং ৩৪টি ছাগল পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যকে ডিম উৎপাদনে স্বয়ং সম্পর্ণ করার লক্ষ্যে ১০৬টি বড় এবং ৩২২৮টি ছোট পোল্টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থবর্ষে ১৬৭টি ছোট হাঁস খামার তৈরী করা হয়েছে এবং রুদিজলা প্রকল্পে আরোও ৬২৬০টি হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা সভায় আরোও জানান, লেয়ার ফার্মিং উন্নয়নের লক্ষ্য পুরাতন আগরতলার চম্পামুড়াতে ৮ হাজার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করা হয়েছে। বিশালগড়ে ১০ হাজার ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি লেয়ার ফার্ম তৈরীর কাজ চলছে। এছাড়াও খয়েরপুরে প্রতিমাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বড় আকারের হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে। প্রাণী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দপ্তর ২০২০-২১ সালে ৯ লক্ষ ৮২ হাজার গবাদিপশুকে এবং ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার পাখির টিকাকরণ করেছে।

এছাড়াও চলতি অর্থবর্ষে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার পশু-পাখির চিকিৎসা করা হয়েছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগীদের পশুপালন, ডেয়ারী ও মৎস্যচাষ সহ প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে শিল্পস্থাপনে উদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে হবে। ডেয়ারী শিল্প স্থাপনে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলিকেও সংযুক্ত করার প্রয়াস নিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে দুধ ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পর্ণ করার লক্ষ্যে দপ্তরকে বিশেষ অভিযান শুরু করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার, অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মার্চেই

● প্রথম পাতার পর

প্রণজিতবাবু বলেন, বাংলাদেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপনে সমস্ত রকম প্রয়াস চলছে। এতে কাজ অনেকদূর এগিয়েও গেছে। তাঁর দাবি, আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া পর্যন্ত রেল সংযোগ প্রকল্পে মার্চের মধ্যেই নিশ্চিন্তপুর-আখাউড়া রেল যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। অবশিষ্ট কাজও খুবই অল্প সময়ের সমাপ্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। অপারেশনের জন্য ২৮ জন রোগী অপেক্ষমান আছেন। ১০টি আইসিইউ বেড, ১০টি পোস্টা অপারেশন বেড এবং ৩০টি প্রাইভেট ওয়ার্ড রাখা হয়েছে সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের জন্য।

এদিকে, নয়াদিল্লীর এইমস এবং আগরতলাস্থিত অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মধ্যে ফেকাল্টি এক্সচেঞ্জ কর্মসূচির লক্ষে রাজ্যে আসছেন এইএমস এর সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসার ডাঃ এসভিএস ডিও।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে সেরেনা

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে দারুণ ছন্দে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন সেরেনা উইলিয়ামস। বুধবার নিনা জ্যানকোভিচকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মহিলা সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছন মার্কিনি।কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেই শুরু হয়েছে মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে কাটানোর পর কোর্টে নামার সুযোগ পেয়েছেন খেলোয়াড়রা। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করেছেন রাফায়েল নাদাল। বুধবার মার্কিন ফ্র্যান্সেস তিয়াফোকে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ। তবে এদিন অঘটন ঘটে। প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা।মহিলা সিঙ্গলসে নিজের ছন্দ ধরে রেখেছেন সেরেনা। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক সেরেনার সামনে এদিন দাঁড়াতেই পারেননি সার্বিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী। স্ট্রেট সেটে ৬-৩, ৬-০ ম্যাচ জিতে নেন সেরেনা। রড লেভার এরিনায় মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছন মার্কিনি। শুরু থেকেই ম্যাচের আধিপত্য বজায় রাখেন সেরেনা। সার্বিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। তবে ম্যাচ জিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করেন সেরেনা। তিনি বলেন, "ও আমাকে বেশ কয়েকবার বেগ দিয়েছে। তবে পুরো ম্যাচে ভালো খেলেছে। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে আমি বিশেষ ভাবিনি।"ম্যাচে হাফ-ডজন এস এবং ২৭টি উইনার মারেন সেরেনা। তবে আনফোর্সস এরর হয় ১১টি। ৩৯ বছরের মার্কিন তারকা পরের রাউন্ডে খেলবেন অ্যান্থাসিয়া পোতাপোভার বিরুদ্ধে। ১৯ বছরের রুশ প্রতিদ্বন্দ্বী ২০১৬ সালে উইম্বলডনে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তবে বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকিংয়ে ১০১ নম্বরে রয়েছেন তিনি। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ট্যুর লেভেল খেতাবও জিততে পারেননি রুশ তরুণী।অন্য দিকে অষ্টমবার মেলবোর্ন পার্কে খেতাব জয়ের লক্ষ্যে কোর্টে নামবেন। সেরেনা। এর আগে সাতবার (২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৭) মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন মার্কিন কিংবদন্তি।লাল-নীল-গেরুয়া...! "রঙ" ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা "খাচ্ছে"? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম "সংবাদ"! "ব্রেকিং" আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে "রঙ" লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে "ফেক" তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই "ফ্রি" নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান। পাশে থাকুন।

লজ্জার হারের পর ফের কটাক্ষের মুখে কোহালি উঠছে রাহানেকে অধিনায়ক করার দাবি

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। বিরাট কোহালির অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ায় ভাঙাচোরা দল নিয়ে সিরিজ জিতে এসেছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। কিন্তু দেশের মাটিতে কোহালি টেস্ট দলে ফিরতেই হারের মুকুট ফিরল ভারতের মাথায়। এরপরেই রাহানেকে অধিনায়ক করার দাবিতে ফের সরব নেটাগরিকরা।এক ক্রিকেট অনুরাগী টুইটারে লিখেছেন, "নেট বোলার এবং টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিতেছে রাহানে। বিরাট কোহালি ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান এবং বোলারদের নিয়েই জিততে পারছে না। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোহালির ব্যাঙ্গালোর প্রতি বার আইপিএলে সবার নিচে শেষ করেছে। এতেই কি প্রমাণ হয় না ও অধিনায়কত্বের যোগ্য নয়? মোহিত নামে আরেক অনুরাগী কোহালিকে উল্লেখ করে লিখেছেন, "তোমার অধিনায়কত্বে আরও একটা লজ্জার হার। প্রথমে নিউজিল্যান্ড, তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট এবং এ বার ভারতে। তোমার যদি এতটুকু সম্মান থাকে তা হলে এখনই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দাও। আর এক সমালোচকের খোঁচা, "বিরাট কোহালি নিজে যতটা সম্ভব বেশি রান করে বাকিদের উপর দোষ দিতে চাইছে। এতে ও নিজেকে সেরা অধিনায়ক প্রমাণ করতে পারবে। এ বার সময় এসেছে রাহানেকে পাকাপাকি টেস্ট দলের অধিনায়ক করার।

চোট নিয়ে উদ্বেগ দূর করে স্বমহিমায় ফিরলেন নাদাল

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। তাঁর কোমরের চোট নিয়ে ভক্তদের উদ্বেগ ছিল। যে কারণে তিনি এটিপি কাপে খেলেননি। তবে অস্ট্রেলীয় ওপেনের প্রথম রাউন্ডে চোট নিয়ে যাবতীয় আশঙ্কা দূর করে স্ট্রেট সেটে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন তিনি রাফায়েল নাদাল। তবে ভারতীয় সমর্থকদের হতাশ করে প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গিয়েছেন সুমিত নাগাল। রড লেভার এরিনায় বিশ্বের দু'নম্বর ৬-৩, ৬-৪, ৬-১ হারান সার্বিয়ার লাসলো দেরে-কে। ম্যাচের পরে নাদাল বলেছেন, "গত ১৫ দিন আমার জন্য খুব কঠিন গিয়েছে।" এ মরসুমে নাদাল এক মাত্র ম্যাচে নামেন ১২দিন আগে অ্যাডিলেডে প্রস্তুতি ম্যাচে ডমিনিক থিমের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই প্রথম কোমরে সমস্যা অনুভব করেন তিনি। "তাই এ দিন আমাকে ম্যাচে টিকে থাকতেই হত। সেটাই করেছি। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে ভাল লাগছে। মনে হয় খারাপ খেলিনি। স্ট্রেট সেটে জয়টাই লক্ষ্য ছিল," বলেছেন নাদাল। দ্বিতীয় রাউন্ডে নাদালের প্রতিপক্ষ সার্বিয়ার ভিক্টর ট্রয়িস্কি বা যোগ্যতা অর্জন পর্ব পেরিয়ে আসা মাইকেল মো। ভারতীয় সমর্থকদের নজর ছিল নাগাল বনাম লিথুয়ানিয়ার রিকার্ডাস বেরানকিসের লড়াইয়ের উপরে। দু'ঘণ্টা ১০ মিনিটের লড়াইের পরে স্ট্রেট সেটে হারেন নাগাল। ফল ২-৬, ৫-৭, ৩-৬। এর আগে গত সপ্তাহের প্রস্তুতি প্রতিযোগিতাতেও নাগাল বিশ্বের ৭২ নম্বর বেরানকিসের বিরুদ্ধে হেরেছিলেন। তিনি ছিটকে যাওয়ায় সিঙ্গলসে ভারতের অভিযান শেষ হয়ে গেল। এ বার আশা টিকে রয়েছে ডাবলসে রোহন বোপান্না, দ্বিবীজ শরন এবং অঙ্কিতা রায়নার উপরে। পুরুষদের সিঙ্গলসে পঞ্চম বাছাই স্টেফানোস চিচিপাসও স্ট্রেট সেটে জিতেছেন। তিনি জাইলস সিমোনকে হারান ৬-১, ৬-২, ৬-১। "আশা করিনি সহজে জিততে পারব। তাই নিজের পারফরম্যান্সে খুব খুশি," বলেছেন চিচিপাস। ২০১৯ সালে মেলবোর্ন পার্কে ফেডেরারকে হারিয়েছিলেন চিচিপাস সেমিফাইনালে এর পরে নাদালের বিরুদ্ধে হারেন। এ বারও কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি নাদালের মুখোমুখি হতে পারেন। এ ছাড়া নবম বাছাই ইটালির মাতেও বারেত্তিনি প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছেন দু'বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালিস্ট কেভিন অ্যান্ডারসনকে। ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনালিস্ট বারেত্তিনি জেতেন বিশ্বের ৮১ নম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৭-৬ (১১-৯), ৭-৫, ৬-৩। দুরন্ত ফর্মে থাকা রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন ভাসেক পসপিসিলকে। এই নিয়ে বিশ্বের চার নম্বর মেদভেদেভ টানা ১৫টি ম্যাচ জিতলেন। এ দিন আবার বিশ্বের এক নম্বর এবং শীর্ষবাছাই নোভাক জোকোভিচকে ফের কটাক্ষ করলেন নিক কিরিয়স। বিতর্কিত অস্ট্রেলীয় তারকা এর আগে জোকোভিচের সমালোচনা করেছিলেন। যার জবাবে সার্বিয়ার তারকা বলেছিলেন, কিরিয়সকে কোর্টের বাইরে সম্মান করেন না। পাল্টা কিরিয়স মন্তব্য করেন, "নোভাক অদ্ভুত প্রাণী। যদি বলত কোর্টে আমায় শ্রদ্ধা করে না, একটা মানে দাঁড়াত। কোর্টের বাইরে কাউকে কী ভাবে শ্রদ্ধা করা যায় আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

২৩ জন পুরুষকে হারিয়ে ২৪ ঘণ্টা দৌড়ে রেকর্ড মুম্বইয়ের মহিলার!

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। ২৪ ঘণ্টা ধরে দৌড়ে, ২৩ জন পুরুষ প্রতিযোগীকে হারিয়ে রেকর্ড গড়লেন মুম্বইয়ের মহিলা। ভারতে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ২৪ ঘণ্টায় ১৯৩.৬০ কিলোমিটার দৌড়ে এই রেকর্ড তৈরি করলেন। পেশায় যোগপ্রশিক্ষক প্রীতি লালা। কয়েকদিন আগে অ্যাজিয়াস লাইফ ইনসিউরেন্স আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সবাই পুরুষ প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু দিনের শেষে তাঁদের সকলকে হারিয়ে প্রথম পুরস্কার জেতেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই দ্বিতীয় হন পরবিন্দর সিং। তিনি ২৪ ঘণ্টায় ১৫৪ কিলোমিটার দৌড়েছেন। এমন এক রেকর্ড করার পর প্রীতি জানিয়েছেন, এটাই প্রথম নয়, এর আগেও তিনি এমন ২৪ ঘণ্টার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনও ১০০ কিমির বেশি দৌড়াতে পারেননি। এই বারও তাই তিনি ভেবেছিলেন তেমনই কিছু হবে। কিন্তু জানতেন বাকিদের থেকে ভালোই খেলেছেন। কিন্তু রাত ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত তাঁর যে পারফরম্যান্স ছিল, সেই নিয়ে তিনি চিন্তায় ছিলেন। তিনি বলেন, যখন দেখছিলাম যে একজন বলছেন তাঁর ১২ ঘণ্টায় ১০০ কিমি দৌড়ানো হয়ে গিয়েছে, তখন আমার চিন্তা হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল তাঁর থেকে আমাকে আরও ৫০ কিমিতে এগিয়ে থাকতে হবে। সেই মাথায় রেখেই দৌড়ানো শুরু। দেওয়া এক সাক্ষাতারে তিনি বলেন, আমি যখনই দেখলাম আমি ১০০ কিমি দৌড়ে ফেলেছি, কখনই বুঝলাম আমি এবার দৌড়াতে পারব। আমি খুব সহজেই ৫০ কিমি পার করে ফেলি।

বেঙ্গালুরু এফসি-কে দাপটে হারানোর পর দেশের সেরা ফুটবলারকে বেছে নিলেন আন্তোনিয়ো হাবাস

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। দল জিতলে কোনওরকম উচ্ছ্বাস করেন না তিনি। সংযত থেকে পরের ম্যাচে উন্নতির কথাই শোনা যায় তাঁর মুখে। তবে সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি-কে চলতি আইএসএলে দ্বিতীয় বার হারিয়ে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল এটিকে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসকে। ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বললেন, "দলের ছেলেদের জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। আজ দল অসাধারণ ফুটবল খেলেছে। পুরো ম্যাচটা আমরাই নিয়ন্ত্রণ করেছি।"সুনীল ছেত্রীকে এ দিন এতটাই কড়া পাহারায় রেখেছিলেন এটিকে মোহনবাগান ডিফেন্ডাররা, যে তাঁকে বেশ হতাশ লাগছিল। একাধিকবার তাঁকে বিপক্ষের ফুটবলারদের অবৈধ ভাবে আক্রমণ করতে দেখা যায়। ৭০ মিনিটের মাথায় যে ভাবে প্রথমে লেনি রদরিগেজের গোড়ালিতে আঘাত করেন ও পরে তাঁর জার্সি টেনে ধরে মাটিতে ফেলে দেন, তা ছেত্রী-সুলভ মনে হয়নি। এ দিন হলুদ কার্ডও দেখতে হয় তাঁকে।সুনীলকে কড়া পাহারায় রাখার পরিকল্পনা নিয়েই যে নেমেছিলেন তাঁর দলের ডিফেন্ডাররা, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে হাবাস বলেন, "ওকে পাহারা দেওয়ার কাজটা আমাদের ছেলেরা বেশ ভাল করেছে। ও ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। ফুটবলে বিপক্ষের ফুটবলারদের শ্রদ্ধা করতে হয়। আর সুনীল তো ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ওকে আমি ২০১৪ থেকে দেখছি এবং এখনও ওর সম্পর্কে একই ধারণা আমার। আমার কাছে ও এ দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার।"জয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে এখন তারা লিগ টেবলের শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি এফসি-র চেয়ে মাত্র এক পয়েন্ট পিছনে। মঙ্গলবার ৩৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে চলতি আইএসএলে তাঁর ১২ নম্বর গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেন ফিজির স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণ। সাত মিনিট পরেই বিপক্ষের বক্সের বাঁ দিকের মাথা থেকে নেওয়া ফ্রিকিকে সোজা জালে বল জড়িয়ে দেন সদ্য ওড়িশা এফসি থেকে সবুজ-মেরুন শিবিরে আসা ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড মার্সেলিনহো। তিনিই ম্যাচ-সেরার খেতাব পান। মার্সেলিনহোর ফর্মে ফেরা নিয়ে হাবাস বলেন, "মার্সেলিনহো শুধু ভাল খেলোয়াড়ই নয়, খুব বুদ্ধিমানও। দলের উন্নতির জন্য ওর প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দলের প্রতি ও নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত।"শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধান থাকায়, বাকি তিনটি ম্যাচের সবক"টিতে এটিকে মোহনবাগান জিতলে ও মুম্বই একটি ম্যাচে ড্র করলেই এক নম্বরে থেকে লিগ শেষ করবে ও আগামী বছর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে হাবাসের দল। যদি উল্টোটা হয়, তা হলে অবশ্য সাগরপাড়ের দলই এক নম্বরে থাকবে।ম্যাচের পরে সবুজ-মেরুন শিবিরের ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান বলেছেন, "তিন পয়েন্ট, ক্লিন শিট, ভাল পারফরম্যান্স, টানা তিন ম্যাচে জয়। সব মিলিয়ে আমরা খুবই খুশি। তবে এখনও আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেগুলো শোধরানো দরকার। এই দলটার সম্ভাবনা প্রচুর। আজই প্রমাণ হল আমরা কতটা উন্নতি করতে পারি। পরের ম্যাচগুলোতে এই একই মানসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রেখে মাঠে নামতে হবে আমাদের।

মাত্র ১ টাকায় ভরপেট খাবার মিলবে গম্ভীরের ক্যান্টিনে

নয়াদিল্লী, ১০ ফেব্রুয়ারী।। মাত্র এক টাকার বিনিময়ে মিলবে পেটভর্তি খাবার। ক্রিকেট থেকে রাজনীতির আঙিনায় আসা গৌতম গম্ভীরের কথায়, এটি কেবলমাত্র একটি ক্যান্টিন নয়। একটি আন্দোলন। ক্ষুধার্তদের পেট ভরানোর আন্দোলন। পূর্ব দিল্লির নিউ অশোকনগরের এই অভিনব ক্যান্টিনের নাম "জন রসুই"। এর আগে গত ডিসেম্বরে গান্ধীনগর মার্কেটে এমনই আরও একটি ক্যান্টিন খোলা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত সেখানে ৫০ হাজার মানুষ ভরপেট খাবার পেয়েছেন বলে বিজেপি সাংসদ গম্ভীরের অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার "জন রসুই"য়ের সূচনা করতে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ও দলের দিল্লি শাখার সভাপতি আদেশ গুপ্তা।

Notice inviting quotation.

Quotation in sealed cover is herby invited on behalf of the Tripura Minority Co-operative Development Corporation Limited from the interested Firms/Agencies . Interested Firms/ Agencies should quote item wise rate in words and figures. All bidders are also requested to submit bid from 15.02.21 to 25.02.21 during office hours. Quotation will be opened on 26.02.2021 at -11..00 a.m.
Term and condition my seen at the notice board of the Corporation building at any working days.

Specification

Sl. No.	Particulars/ Specification	`Brand	Specifications
1	Desktop computer 4 (four) sets (CPU, Monitor, Ups, Keyboard, Mouse) BRAND : HP	Colour	Business Black
		Resolution	1920X1080 (Full HD)
		processor Brand	Intel
		Processor type	Core i5
		Memory Technology	DDR4
		Hard Drive size	1 TB
		Hard Drive rotational speed	5400RPM
		Speaker	Dual speakers with dolby Audio
		Monitor	Monitor: 21 inch display
		Mouse & Keyboard	Optical Mouse & Malti media Key Board (Cord less)
2	Printer 2 nos	HP	Normal printer

ICA-C-3127/21

(Md. Habil Uddin)
General Manager, TMCDC LTD.
Lake Chowmohani, Agartala, West Tripura

সন্ধান চাই

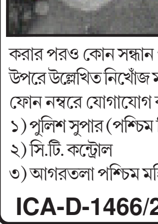

Ref :- West Agartala women PS G.D. Entry No.13 Dated- 08/02/2021.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মঞ্জু চক্রবর্তী, স্বামী - শ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী, সাং - রামনগর রোড নং-০৮, থানা - আগরতলা পশ্চিম থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩০ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ - শ্যামলা, চুল - লম্বা, পরনে - চুড়িদার। গত ০৫/০২/২০২১ ইংরেজি তারিখ বিকাল আনুমানিক ৪টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৪৫৪

ICA-D-1466/21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press NIT No.19/EE/UDP-DIVN/UDP/2020-21 DATED 01.02.2021.
For **Package No:7**
i) Improvement of road from Udaipur Killa Road to Maharani Barrage via Badarmokam Bridge, Pitra & Photamati under Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure in 2020-21.
ii) Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/U-J road to Thanda cherra under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21.
iii) Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/Nitya bazar to Bampai Bari road under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21 (2" Call).
With **Estimated cost :Rs. 27,66,98,084.00, Earnest Money : Rs. 27,66,981.00 Time of Completion — 18(Eighteen) months.**
Last Date of bidding for bids — 02.03.2021, upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: *https://tripuratenders.gov.in.*
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

ICA-C-3133/21

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Udaipur Division, PWD (R&B)
Udaipur, Gomati District, Tripura

National Fisheries Development Board
Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying,
Government of India.
Pillar No: 235, PVNR Expressway, SVPNPA Post, Hyderabad-500 052
Phone No. 040- 24000201, Fax No: 040-2401 5568. Mail: info.nfdb@nic.in

NFDB/PMMSY/Entrepreneurs/ 2020-21 Date:08-02-2021

The National Fisheries Development Board (NFDB) invites applications for 'Entrepreneur Models in Fisheries & Aquaculture" under PMMSY from Fishers, Fish Farmers, SHGs/ Fisheries Cooperatives/Joint Liability Groups (JLGs)/ Fish Farmers Producer Organizations/ Companies (FFPOs/Cs), Individual Entrepreneurs (Proprietorship Firms) and Private firms. For detailed guidelines, application & relevant documents visit: nfdb.gov.in

Sd/- Chief Executive, NFDB

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/42/2020-21 Dated: -08/ 02 /2021

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/81	₹ 2,51,909.00	₹ 2,519.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 19/02/2021	At 15.30 Hrs on 20/03/2021
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/82	₹ 2,31,975.00	₹ 2,320.00			
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/83	₹ 4,16,706.00	₹ 4,167.00			

The tender documents are available for inspection in the office of the **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura** from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-3140/21

(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

কেন্দ্রীয় বাজেটের সমর্থনে বুধবার আগরতলায় বিজেপির ধন্যবাদ র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

ভোটের মুখে কেন বাংলাকে গুরুত্ব বিরোধীদের উষ্মার মুখে জবাব মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাংলাকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন? এই প্রশ্ন তুলে বুধবার লোকসভায় কক্ষের ভিতর হইচই শুরু করেন তৃণমূল সাংসদরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, অন্য রাজ্যে ভোট থাকলেও বিজেপি নেতারা শুধুমাত্র বাংলাকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন? কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার পাল্টা আক্রমণ করেন মোদী। বলেন, “এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। সেই জন্যই তো আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনারা বাংলাকে এত পিছনে ফেলে দিয়েছেন যে, আমরা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি।”

এর আগে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে খোঁচা দেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী বরাবরই সৌগতবাবুকে ‘দাদা’ বলেন। লোকসভার বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার উপর বিতর্কের জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে সৌগতবাবুকে কটাক্ষ করেন মোদী। বলেন, “দাদা, ভাষণ ভাল দিলেন। আমি ভেবেছিলাম দাদা, আপনি অনেক অভ্যাস করে এসেছেন। অনেক ভাল কথা বলবেন। কিন্তু আপনি তো বেশি সময় ধরে বলে গেলেন, আমি আর আমার সহকর্মীরা কেন বাংলায় বেশি যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন? তাই-ই বলে গেলেন!” এর পরেই সৌগতর জ্ঞান থেকে তিনি ‘বঞ্চিত’ হয়েছেন বলে কটাক্ষ করেন মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, “দাদা, এবার আপনার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলাম। (বাংলায়) ভোটের পর সুযোগ এলে আপনার কাছে শুনব।”

সিলিন্ডার ফেটে গোডাউনে ভয়াবহ আগুন আহত ৪ জন

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরিতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গোডাউনে। ওই গোডাউনে এলপিজি সিলিন্ডার মজুত রাখা হত, এই অগ্নিকাণ্ডে ৪ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী কুপার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পশ্চিম শহরতলির ভারসোভা এলাকার ইয়ারী রোডে অবস্থিত ওই গোডাউনে বুধবার সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পরই গোডাউনে আগুন ধরে যায়। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। প্রথমে আগুন নেভাতে আসে দমকলের আটটি ইঞ্জিন, পরে সাতটি জলের ট্যাঙ্কার নিয়ে আসা হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মোট চারজন আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আফগানিস্তানে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ৯ নিরাপত্তাকর্মী

কাবুল, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আফগানিস্তানে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ৯ নিরাপত্তাকর্মী। এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী। আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ ঘানিরও দাবি, এটা তালিবানেরই কাজ। তিনি এই হামলাগুলির তীব্র নিন্দা করেছেন।

বুধবার কাবুলে বন্দুকধারী আততায়ীরা হামলা করে বাগ-ই-দাউদে। তাদের ছোঁড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের চার কর্মী। তাঁদের অন্যতম গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তা রেয়াজ আহমেদ খলিল। পরে সরকারি তরফে এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, খলিলই ছিলেন জঙ্গিদের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে আজই কাবুলের অন্যত্র একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কাবুলের আরেক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে চারজন মারা যান। আহত হন একজন।

এদিন আফগান প্রেসিডেন্ট ঘানি দাবি করেন, এদিনের হামলার পিছনেও রয়েছে তালিবানরাই। তাঁর কথায়, ”ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে, ওরা শান্তি চায় না।” পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্প্রতি কাবুলের উত্তরে ফরিয়াব প্রদেশে এক গোপন অভিযান চালায় আফগান সরকার। সেই অভিযানে অন্তত ২১ জন তালিবান জঙ্গি খতম হয়। জখম হয় অন্তত ১৮। আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রক এই দাবি করেছে। যদিও তালিবানদের তরফে এই হামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

মজুরীর দাবীতে রেগা শ্রমিকদের বিক্ষোভ মাতাবাড়ি ব্লক অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। এম এন রেগা প্রকল্পে কাজ করে সঠিক মুজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। কেউ কেউ কাজ না করেও মুজুরি পেয়ে যাচ্ছে বুধবার দুপুরে এই অভিযোগ তুলে কিছু মহিলা রেগা শ্রমিক মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখায়। বেশ কিছুদিন ধরেই মাতাবাড়ি রেগা শ্রমিকদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো। আজ দুপুরের পর থেকে শতাধিক মহিলা রেগা শ্রমিক রেগার কাজের সরঞ্জাম কোদাল টুকড়ি সহ ব্লকের সামনে বসে পড়েন এবং মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ দাসের নিকট তালবাহানার কারন জানতে চেয়ে হৈ চৈ শুরু করেন। যদিও পরে বিডিও সৌরভ দাস সহ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন কুমার সেন রেগা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে লিগ্যাল মেট্রোলজি পরিদর্শক কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আজ কাঞ্চনপুরে লিগ্যাল মেট্রোলজি পরিদর্শক কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব।

কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে। ভোক্তা সাধারণের কাছে পরিষেবা সময় মত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে খাদ্য দপ্তর সচেষ্ট।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং বলেন, সরকার রেশন সপের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দশদা বিএসি’র চেয়ারম্যান জীরেন্দ্র রিয়াং, উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক নগেন্দ্র দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম চন্দ্র রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক হেমেন্দ্র দেববর্মা।

১৮ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে ৪ ঘন্টা রেল রোকর ডাক কৃষকদের

সাহরানপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে ‘রেল রোকো’ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছে আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। বেলা বারোটা থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত হবে এই অবরোধ। বুধবার উত্তরপ্রদেশের সাহরানপুরে কৃষকদের মহাপঞ্চায়েতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মোদী সরকারের ‘সর্বনাশা’ তিন কৃষি আইন নিয়ে প্রথম থেকেই কঠোর অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ কেন্দ্রের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা যত কৃষি আইনের পক্ষে সওয়াল করছেন ততই নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন আন্দোলনকারী কৃষকরা। ইতিমধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে ট্র্যাক্টর অভিযান করে নিজেদের শক্তি জাহির করেছেন তাঁরা। এমনকী আন্দোলনকারী কৃষকদের ডাকা ‘চাক্কা জ্যাম’ কর্মসূচিতেও ব্যাপক সাড়া মিলেছে। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উপরে চাপ তৈরিতে দেশজুড়ে চার ঘন্টার রেল রোকো কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

এদিন উত্তরপ্রদেশের সাহরানপুরে কৃষকদের মহাপঞ্চায়েতের পরে আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে নতুন আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ’১৮ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে বেলা বারোটা থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত চার ঘন্টার ‘রেল রোকো’র ডাক দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজস্থানের কোনও টোল প্লাজায় টোল নিতে দেওয়া হবে না। মরু রাজ্যের সব সড়ক টোল মুক্ত করা হবে।’

লুকোচুরি সমাপ্ত দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল ইকবাল সিং

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হিংসার ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের বিশেষ বিভাগের অফিসাররা মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছেন অভিযুক্ত ইকবাল সিংকে। মঙ্গলবার রাতে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় ইকবাল সিংকে। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হিংসার পর থেকেই ফেরার ছিল ইকবাল, ‘ফেরার’ ইকবাল সিংয়ের অবস্থান বা গতিবিধি জানাতে পারলে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল দিল্লি পুলিশ। লুধিয়ানার বাসিন্দা ইকবাল সিং লালকেল্লায় হওয়া হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম। মঙ্গলবার রাতে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর থেকে ইকবাল সিংকে গ্রেফতার করেছেন দিল্লি পুলিশের বিশেষ বিভাগের নর্দার্ন রেঞ্জের অফিসাররা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল দীপ সিধু। ৭-দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে দীপ সিধুকে।

কাছাড়ে প্রাক্তন সেনার বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, গুলিবিদ্ধ ১৬ জন আহত আগরতলার বাসিন্দাও

কাটিগড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গভীর রাতে কুড়িজনের বেশি সশস্ত্র ডাকাত দলের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে জনৈক প্রাক্তন সেনাকর্মী তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সহ ১৬ জন ঘায়েল হয়েছেন। বাড়ির গ্রিল ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে ধারালো অস্ত্র ও বন্ধুক উঁচিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে শাসানি দিয়ে নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালঙ্কর হাতিয়ে নিয়ে যায় ডাকাতের দল। তাণ্ডবলীলা শেষে যাওয়ার আগে গৃহকর্তাকে গুলি করে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায় ডাকাতের দলটি।

কাছাড়ের কাটিগড়া থানার অধীন বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির বুরুঙ্গা গ্রামের প্রাক্তন সেনাকর্মী অজিউদ্দিন আহমদের বাড়িতে দুর্ধর্ষ লোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে মঙ্গলবার গভীর রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ। সংগটিত এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এই ডাকাতির ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন গৃহকর্তা অজি উদ্দিন আহমদ (৫৫) এবং শংকু নাথ (৪৫)। তাঁরা দুজনেই বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়া আরও ১৪ জন জখম ব্যক্তি কালাইন এফআরইউ হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১.৩০টা নাগাদ ২০/২২ জনের ডাকাত দল বুরুঙ্গার প্রাক্তন সেনাকর্মী অজি উদ্দিন আহমদের বাড়ির সামনে গেট এবং ঘরের বারান্দায় গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। গৃহকর্তা অজি উদ্দিনের নাম ধরে ডাকতে থাকে মুখে কালো কাপড় বাঁধা অস্ত্রধারীরা। ভয়াতুর স্ত্রী সাহানা আহমদ তাঁর স্বামী বাড়িতে নেই বলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা উন্মত্ত ডাকাতরা সাহানাকে মিথ্যা কথা বলার জন্য শাসানি দেয়। তারা বলে রাত নয়টার সঙ্গে সঙ্গে অজি উদ্দিন ঘরে প্রবেশ করছেন, তা তাদের জানা। তাই মিথ্যা বলে গৃহকর্তাকে লুকিয়ে রাখা যাবে না বলে তীব্র শাসানি দিতে থাকে ডাকাতরা। একটু পরে পাশের কক্ষে গিয়ে অজি উদ্দিনকে পেয়ে গেলে ডাকাতরা অজির স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতে শুরু করে। এমন-কি স্ত্রী সাহানার দিকে শাবল তাক করে মারমুখি হয়ে উঠে তারা।

ইত্যবসরে ডাকাতের দল ঘরের আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। স্টিল আলমিরার তালা ভেঙে নগদ অর্থ, সোনা ও হীরার অলংকার অবাধে লুটপাট করে। অজি উদ্দিনের ইট ভাট্টার শ্রমিকদের মজুরির টাকা দেওয়ার জন্য ঘরে মজুত ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। এছাড়া স্ত্রী সাহানার ব্যক্তিগত আরও এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মিলে মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় ডাকাতরা। এছাড়া হীরার চেন ও প্রায় ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে গেছে ডাকাতের দল, জানান পারিবারের সদস্যরা।

এদিন স্বামী ও স্ত্রী আগরতলার এক আত্মীয় সহ তিনজন ছিলেন বাড়িতে। তাঁদের ভয়ভীতি ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে বাড়ির অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে দা দিয়ে উপর্যুপরি কুপাঘাত করতে থাকে আগন্তুকরা। এছাড়া ডাকাতরা ঘরে ঢুকে প্রথমে তিন-তিনটি দামি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ছিনিয়ে নিয়ে গেলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি অজি উদ্দিন আহমদ। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালানোর পর ডাকাতরা বেরিয়ে যাওয়ার আগে গৃহকর্তা অজি উদ্দিনকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে অজি উদ্দিনের ডান পায়ে মোট পাঁচটি এবং নাভির নীচে তলপেটে একটি গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে অজি উদ্দিন আহমদ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ধারালো দায়ের কোপে কুকুরের শরীর এবং গুলিবিদ্ধ জখম অজি উদ্দিন আহমদের শরীর থেকে রক্তের স্রোত বইতে থাকে।

গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন জমায়েত হয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যেই গভীর রাতে জনরোষের সম্মুখীন হতে হয়েছে ডাকাতদের। তবে গ্রামবাসীদের ছত্রভঙ্গ করতে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে ডাকাতরা। এভাবে গোলাগুলি করে গ্রামের লোকজনদের দিশাহারা করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় দুষ্কৃতীরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমা ছাড়াবেন না, লোকসভায় বক্তব্য পেশে বাধা পেয়ে মোদীর বার্তা অধীরকে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধীদের বাধার মুখে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

এদিন বিকেলে তিনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন কংগ্রেস ও তৃণমূলের দিক থেকে মোদীর দিকে ধেয়ে আসছিল নানা টিপ্পনি। ফলে বেশ কয়েক বার নিজের বক্তব্য বন্ধ করে বসে পড়তে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। পরিস্থিতি শান্ত করতে হস্তক্ষেপ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তারপর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ টানা চললেও কক্ষত্যাগ করে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীন বিরোধী বেঞ্চে সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরি। বারবার তাঁর বাধা পেয়ে একসময় হাসতে হাসতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”“আমি আপনাকে সম্মান করি। আপনার যা বলার ছিল, যা রেজিস্ট্রার করার কথা ছিল, তা হয়ে গিয়েছে। এবার চুপ করুন””।

একসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস এই আইনের রং নিয়ে আলোচনা করছে। তা না করে আইনের বিষয় নিয়ে বলা যেত। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর ফের চিৎকার শুরু করেন অধীরবাবু। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেব, ”“এবার বেশি হচ্ছে অধীররঞ্জন জি। এবার বেশি হচ্ছে। সীমার বাইরে যাবেন না। এবার থামুন। যা বলেছেন এতেই বাংলাতে তৃণমূলের থেকে বেশি প্রচার পেয়ে যাবেন””।

কোচবিহারে রাজবংশী ধর্মগুরুর বাড়িতে ভোজ সারবেন অমিত শাহ

কোচবিহার, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। এতদিন আদিবাসী ঘরে, বাউল দ্বারে পাত পড়েছে অমিত শাহর। এবার পাখির চোখ রাজবংশী ভোট, তাই শাহ প্রথমেই যাচ্ছেন রাজবংশীয় ধর্মগুরু অন্তত মহারাজের বাড়ি। প্রাতরাশ থেকে মধ্যাহ্নভোজ সেখানেই সারবেন তিনি। মাঝে সেরে নেবেন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন, কী খাবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব এবার এসে পড়েছে অনন্ত পত্নী সাবিত্রী রাইয়ের ওপর। শুরু হয়ে গিয়েছে তোরজোর, একেবারে চালু রাজবংশী খাবারই খাবেন শাহ। সকালে শাহের পাতে উঠবে চালের পিঠে এবং নারকোলের লাড্ডু। বেলা গড়ালে মধ্যাহ্নভোজও ছিমছাম। ভাত, ডাল, পটলভাজা, পনির, চাটনি, দই মিষ্টি খাবেন অমিত শাহ। এর আগে মেদিনীপুরে আদিবাসী পরিবারে, শান্তিনিকেতনে বাসুদেব বাউলের বাড়িতেও ভোজ সেরেছেন অমিত শাহ।

উত্তরবঙ্গে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধির মূলে অনেকটাই ভূমিকা রয়েছে কোচবিহার পিপলস পার্টির। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র একটি বড় অংশের ভোট রয়েছে রাজবংশীদের। তাঁদেরই সংগঠন কোচবিহার পিপলস পার্টি বিজেপির শরিক। তাই কোচবিহারের পরিবর্তন যাত্রা সূচনার অন্যতম কারণ এই রাজবংশী ভোট। সেই ভোটকে পাখির চোখ করেই বৃহস্পতিবার কোচবিহারে পা রাখছেন অমিত শাহ।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য দপ্তরকে নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য দপ্তরকে নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে বায়োফ্লক, কেইজ কালচার ও থি লেয়ার পদ্ধতি অবলম্বনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে মৎস্য দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ২৩ হাজার ৫৬৮ মেঃটন মাছের ঘাটতি রয়েছে।

এই ঘাটতি পূরণে নতুন নতুন উদ্যোগীদের যেমন যুক্ত করতে হবে তেমনি উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয়কে মৎস্যচাষে যুক্ত করতে হবে। তাছাড়া রাজ্যের অন্যান্য অব্যবহৃত জলাশয়গুলিকে চিহ্নিত করে মাছচাষে যুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, বয়োফ্লক পদ্ধতিতে যেসকল উদ্যোগী মাছচাষ করতে চান দপ্তরকে তাদের চিহ্নিত করে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যারা জলাশয় লিজ নিয়ে মাছচাষ করতে চান তাদেরও সহায়তা করতে হবে। এজন্য ’মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডলেস যোজনা’ নামে একটি স্কিম চালু করার জন্য তিনি দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পে মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এতে রাজ্য দ্রত মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারবে। বহিঃরাজ্যের উপর নির্ভরতা কমবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোকাল ফর লোকাল-এর ডাক দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে বর্তমানে ৩৮৫ জন মৎস্যচাষে যুক্ত রয়েছেন। তাদেরকে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিশালগড়ের মধুপুরে ও দেবদারুতে মাছের আচার তৈরি হয়। একে আরও সম্পসারণ করতে হবে। ছোট ছোট জেলেরা মাছ বিক্রির পর অবশিষ্ট মাছ যাতে সংরক্ষণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা দপ্তরকে করতে হবে। মৎস্যচাষীদের অর্ণামেন্টাল মৎস্যচাষে যেমন যুক্ত করতে হবে তেমনি নতুন নতুন উপকরণ দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় অংশ নিয়ে মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ৪টি জেলায় ৪টি মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে। আরও ৪টি জেলায় মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি রাজ্যে মাছের উৎপাদন বাড়াতে জল সম্পদ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর ও রাজস্ব দপ্তরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্য মৎস্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

সভায় আলোচনার সূচনা করেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা। তিনি জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় চুরি কালী মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। কালী মন্দিরে দুস্কৃতিকারিদের হানা, এলাকা জুড়ে আতঙ্ক। জানা যায় গন্ডাছড়া নারায়নপুর এডিসি ভিলেজের দেবনাথ পাড়ার বাসিন্দা জীবন দেবনাথের বাড়ির কালী মন্দিরে মঙ্গলবার দুষ্কৃতিকারীরা হানা দিয়ে কালী মায়ের পিতলের ঘট সহ পূজার নানান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। এই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। জানা যায় আগামী বৃহস্পতিবার ওনার বাড়ির কালী মন্দিরে বাৎসরিক কালী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। তাই জীবন বাবু ও তার পরিবার এই সময় পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি ঘরে নিমন্ত্রণ করতে বেড়িয়ে ছিল। নিমন্ত্রণ সেরে বাড়িতে ফিরে এসে দেখে মন্দির ঘরের লন্ড ভন্ড অবস্থা। কালী মন্দিরে চুরির ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত, দেবভূমি বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে ৩২

চামোলি, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি দেবভূমিতে হড়পা বানের পর থেকে নিখোঁজ প্রায় ২০৬ জনকে। তাঁদের মধ্যেই ২৫-৩৫ জন আটকে রয়েছেন চামোলি জেলার তপোবন সুড়ঙ্গে। ২.৫ কিলোমিটার ওই সুড়ঙ্গে সোমবার থেকেই উদ্ধারকাজ চলছে, কিন্তু কাঁদামাটি ও ধ্বংসাবশেষের জন্য উদ্ধারকাজে অনেকটাই সময় লাগছে। ইতিমধ্যেই দেবভূমি বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩২। সবমিলিয়ে মোট ২০৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

বুধবার সকালে উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৩২টি দেহ উদ্ধার হয়েছে, ২০৬ জন নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে ২৫-৩৫ জন তপোবন সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। তপোবন সুড়ঙ্গে প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আইটিবিপি, সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ জওয়ানরা। ২.৫ কিলোমিটার সুড়ঙ্গে মঙ্গলবার রাতভর উদ্ধারকাজ চলতে থাকে। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা মানুষজন এই মুহূর্তে কেমন রয়েছেন, তাও জানা যায়নি। ফলে উদ্বেগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।